Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফা জান্নাত খান

রোলঃ 216021400227

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফা জান্নাত খান

রোলঃ 216021400227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আরিফা জান্নাত খান, আইডিঃ 216021400227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Arifa

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আরিফা জান্নাত খান

আইডিঃ 216021400227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1
গীবত 3
গীবতের প্রকারভেদ 6
যে কথা গীবত মনে করা হয় না 25
যে সময়ে সব থেকে বেশি গীবত হয়ে থাকে 27
গীবতের বৈধ প্রকার সমূহ 31
গীবতের ব্যাপারে মহিলাদের সাবধানতা 42
গীবত ও চোগলখোরীর মাঝে পার্থক্য 43
গীবতের ভয়াবহতা 45
গীবতের কারণ ও তার প্রতিকার 47
গীবতের কাফফারা 54
গীবত ত্যাগের উপকারিতা 57
কিভাবে গীবত থেকে বেঁচে থাকতে পারি? 59
গীবত পরিহার ইবাদতের থেকেও উত্তম 68
সারসংক্ষেপ 70
সহায়ক গ্রন্থ 72

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার, যিনি আমাকে ভালোবেসে রহম করে ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসাতে আলিম কোর্স করার এবং থিসিস লিখার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

আমি দুরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব জাহানের নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ভালোবেসে, সর্বোত্তম আকৃতিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন, তার মাঝে জিহ্বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জিহ্বা দ্বারা মানুষ কথা বলার মাধ্যমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে, জিহ্বা অনেক শক্তিশালী হাতিয়ার, এই জিহ্বা দ্বারা যেমন আল্লাহ তা'আলার যিকির করার মাধ্যমে সাওয়াব অর্জন করা যায় তেমনি ভালো ভাবে কথা বলার মাধ্যমে মানুষের মনের মাঝে জায়গা করে নেওয়া যায়, আবার কটু কথা দ্বারা মানুষের মনকে ক্ষত বিক্ষত করে দেওয়া যায়, জিহ্বা অনেক শক্তিশালী হাতিয়ার একদম তলোয়ার এর মতোন, আর এই জিহ্বা দ্বারাই সব থেকে মারাত্মক গুনাহ হয়ে থাকে, তা হলো গীবত।

ইসলামে পরনিন্দাকে গীবত (غيبة) বলা হয়। ইসলামে একে সাধারণভাবে বড় পাপ বা কবিরা গুনাহ হিসেবে ধরা হয়েছে এবং কুরআনে একে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মত ঘৃণিত কাজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কারো অনুপস্থিতিতে তার কোন দোষ সম্পর্কে আলোচনা করাই মূলত গীবত। মানুষ নিজেদের জানা অজানা অবস্থায় এই গুনাহটি (গীবত) সবচেয়ে বেশি পরিমাণ করে থাকে, কারণ এটি এমন একটি গুনাহ যা করার সময় মনেই হয় না যে গুনাহ করা হচ্ছে (আল্লহুমাগফিরলি)। মানুষ গল্প করার সময়, কষ্ট পেলে অথবা রাগ হলে সবচেয়ে বেশি অন্যের গীবত করে ফেলে। কখনো জেনে শুনে আবার কখনো নিজের মনের অজান্তেই। কিন্তু গীবত যেভাবেই বা যে কারণেই করা হোক না কেন, যার গীবত করা হয়েছে ক্ষমা তার কাছেই চাইতে হবে।

حَقّ (হাক্ব) এর কয়েক রকম অর্থ আছে তার মধ্যে এক অর্থ হলো অধিকার, হক্ব, দাবি, পাওনা। হাক্কুল ইবাদ অর্থ বান্দার হক্ব, বান্দার অধিকার, বান্দার পাওনা। আর হাক্কুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর হক্ব।

মানুষ হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক্কের ব্যাপারে সচেতন হলেও হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক্কের ব্যাপারে গাফেলতি করে থাকে। যেমন:- লেনদেনে ধোঁকা, বাটপারি, চিটারি করা, কথা দিয়ে কথা না রাখা, কথায় কথায় অভিশাপ দেওয়া, কথার খোঁটা বা গালি-গালাজ করা, হিংসা বা নিন্দা করা, হেয় মনে করা, মিথ্যা কথা বলা, কারো প্রতি মিথ্যারোপ করা, অন্যের ছবি বিকৃত করা, অন্যের ক্ষতি করা, কাউকে ধোঁকা দেয়া, কারো সঙ্গে প্রতারণা করা, অন্যের অর্থের লোভ করা, গীবত বা পরচর্চা করা, শত্রুতা করা ইত্যাদি। এগুলোর মাঝে সবথেকে বেশি গীবত করে থাকে।

গীবত বান্দার হক্ক, আর বান্দার হক্ক নষ্ট করলে বান্দার কাছেই ক্ষমা চাইতে হয়।

★ কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন -

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ

অর্থাৎ দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে নিন্দাকারী ও পেছনে গীবতকারী। *(সূরা আল-হুমাযাহ ১০৪:১)*

★ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন -

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

সে (মানুষ) যা-ই উচ্চারণ করে তা (লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য) তার কাছে রয়েছে সতর্ক প্রহরী। (*সূরা কাফ ৫০:১৮*)

★ মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের গীবত করে এক লোকমা ভক্ষন করবে আল্লাহ তাকে এজন্য জাহান্নাম হতে সমপরিমাণ ভক্ষন করাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের দোষত্রুটি বর্ণনার পোশাক পরবে আল্লাহ তাকে অনুরূপ জাহন্নামের পোশাক পরাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির (কুৎসা) রটিয়ে খ্যাতি ও প্রদর্শনীর স্তরে পৌছবে, মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাকে ঐ খ্যাতি ও প্রদর্শনীর জায়গাতেই (জাহান্নামে) স্থান দিবেন। (*সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৮১*)

গীবত

কারো অনুপস্থিতিতে তার কোন দোষের কথা বলা, বা এমন কোন কথা বলা, যা শুনলে সে কষ্ট পাবে, এটাই গীবত বা পরনিন্দা। মুসলিম হোক বা অমুসলিম, কারোর ই নিন্দা করা জায়েয নেই।

শুধু মুখে প্রকাশের মাধ্যমেই নয় বরং অঙ্গভঙ্গি বা হাতে লিখে বা ইশারার মাধ্যমেও যদি কারো দোষ বর্ণনা করা হয় তাহলে তা গীবত হবে।

'গীবত'-এর পরিচয় প্রসঙ্গে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন -

★ আবূ হুরাইরা (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমরা কি জানো, গীবত কাকে বলে?" লোকেরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন।' তিনি বললেন, "তোমার ভাই যা অপছন্দ করে, তাই তার পশ্চাতে আলোচনা করা।" বলা হল, 'আমি যা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে আপনার রায় কি? (সেটাও কি গীবত হবে?)' তিনি বললেন, "তুমি যা (সমালোচনা করে) বললে, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলেই তার গীবত করলে। আর তুমি যা (সমালোচনা করে) বললে, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তাকে অপবাদ দিলে।" (*রিয়াদুস সলেহিন, হাদিস নং ১৫৩১*)

ফুটনোট: (মুসলিম ২৫৮৯, তিরমিযী ১৯৩৪, আবূ দাউদ ৪৮৭৪, আহমাদ ৭১০৬, ৮৭৫৯, ২৭৪৭৩, ৯৫৮৬, দারেমী ২৭১৪)

★ আবূ হুরায়রা (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! গীবত কি? তিনি বললেন? তোমরা ভাইয়ের প্রসঙ্গে তোমার এমন ধরনের কথা-বার্তা বলা যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্নকারী বলল, আমি যে কথাগুলো বলি তা প্রকৃতপক্ষেই তার মধ্যে নিহিত থাকলে, এক্ষেত্রে আপনার কি মত? তিনি বললেনঃ তুমি যে কথাগুলো বল তা প্রকৃতই তার মধ্যে নিহিত থাকলে তবেই তো তুমি তার গীবত করলে। তুমি যা বল তার মধ্যে যদি সেগুলো না থাকে তাহলে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে। *(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৯৩৪)*

★ আনাস ইবনু মালিক (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মি'রাজের রাতে আমি এমন এক কওমের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম যাদের নখগুলো তামার তৈরী এবং তা দিয়ে তারা অনবরত তাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে আচড় মারছে। আমি বললাম, হে জিবরীল ! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেসব লোক যারা মানুষের গোশত খেতো (গীবত করতো) এবং তাদের মানসম্মানে আঘাত হানতো। (*সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৭৮*)

এই বিষয়ে আমরা কিছু ঘটনা জেনে নেই তাহলে গীবতের সংজ্ঞা আমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারবো ইন শা আল্লাহ্।

★ কোন প্রয়োজনে একটি বেঁটে স্ত্রীলোক মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে। সে চলে যাওয়ার পর আম্মাজান আয়েশা (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা) তার দৈহিক কাঠামো বেঁটে হওয়ার ত্রুটি বর্ণনা করেন। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: হে আয়েশা! তুমি ঐ স্ত্রীলোটির গীবত করলে। তিনি বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি বাস্তব ঘটনার বিপরীত কিছু বলিনি, অবশ্য আমি তার বেঁটে হওয়ার কথা বলেছি এবং এই ত্রুটি তার মধ্যে রয়েছে। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! যদিও তুমি সত্য কথা বলেছ কিন্তু তুমি তার ত্রুটি বর্ণনা করায় তা গীবত হয়ে গেল (*ফকীহ আবুল লাইস, বাবুল গীবত)*।

★ একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জান, গীবত কাকে বলে? তাঁরা নিবেদন করলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। জবাবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, এ ذكر, أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের এমন দোষ বর্ণনা করা, যা সে শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বর্ণনাকৃত দোষ যদি সে ভাইয়ের মাঝে থাকে তা হলেও কি গীবত হবে? প্রত্যুত্তরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তোমরা কারো সঠিক দোষ বর্ণনা কর তবেই তা গীবত, অন্যথায় মিথ্যা অপবাদ হবে। (*মাআলেমুত তানযীল*)

⇧ উল্লিখিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম أخاك 'তোমার ভাই' শব্দের ব্যবহার করে ইশারা করেছেন, তুমি যার গীবত করছ; সে তোমার কোনো নিকটাত্মীয় না হলেও তোমার ভাই। কীভাবে?

ক. তার ও তোমার আদি পিতা একই ব্যক্তি; হযরত আদম আলাইহিস সালাম;

খ. তার ও তোমার আদি মাতা একই নারী; হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম;

গ. তুমি এবং সে-উভয়েই মুসলিম; আর সকল মুসলিম ভাই ভাই।

অতএব, নিজের সহোদর ভাইয়ের গীবত করা থেকে মানুষ যেভাবে বিরত থাকে, তদ্রূপ অন্যদের গীবত থেকেও বিরত থাকা উচিত।

উপরোক্ত ঘটনা গুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম যেই দোষ নিয়ে আলোচনা হবে সেই দোষ যদি সেই ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে তবুও তা গীবত।

গীবতের প্রকারভেদ

যদিও গীবতের জন্য সবথেকে বেশি জিহ্বার ব্যবহার হয়ে থাকে কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও গীবত হয়, শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গই নয় বরং ইশারা ইঙ্গিত এবং আরো নানাভাবে গীবত হয়ে থাকে, যা আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না, এখন আমরা গীবতের অন্যান্য প্রকার সম্পর্কে জানবো ইন শা আল্লাহ্।

❑ **মুখের গীবত:** মুখের গীবত মূলত সরাসরি কারো ত্রুটি বা খারাপ দিক আলোচনা করা যেমন এভাবে বলা যে অমুক তো বেশি ঘুমায় যার কারনে ক্লাস মিস করে ফেলে বা অমুক তো অনেক মোটা বা অনেক চিকন ইত্যাদি মুখের গীবত।

★ আম্মাজান আয়েশা (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদা আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললাম, 'আপনার জন্য সাফিয়ার এই এই হওয়া যথেষ্ট।' (কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সাফিয়া বেঁটে।) এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (আমাকে) বললেন, "তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের পানিতে মিশানো হয়, তাহলে তার স্বাদ পরিবর্তন করে দেবে!" (*রিয়াদুস সলেহিন, হাদিস নং ১৫৩৩*)

★ কয়েক ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা খেলাল করে নিজেদের দাঁত থেকে গোশত বের করে ফেলো। তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা খাবারই খাইনি। জবাবে তিনি বললেন, আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা কারো গীবত করেছ। আর বাস্তবেও তাঁরা এক লোক সম্পর্কে অভিযোগপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। -(*তাফসীরে দোররে মনসুর*)

★ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধান থেকে চলে যাবার পর আরেক ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি অভিযোগকারীকে বললেন, তুমি খেলাল কর। সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আজ গোশত খাইনি। তিনি বললেন, তুমি সবেমাত্র মুসলমানের গোশত খেয়েছো। -(*তিবরানী হতে আত-তারগীব ওয়াততারহীব*)

❑ **কানের গীবত:** কারো গীবত শুনে চুপ করে থাকা এবং তাকে বাঁধা না দেওয়া কানের গীবত।

★ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

إِذَا وَقَعَ فِي الرَّجُلِ وَأَنْتَ فِي مَلَا : فَكُنْ لِلرَّجُلِ نَاصِرًا وَلِلْقَوْمِ زَاجِرًا ثُمَّ قُمْ عَنْهُمْ

যখন কারো গীবত করা হয় আর তুমি সে মজলিসে বসা থাক, তখন তুমি গীবতকৃত ব্যক্তির সাহায্যকারী হও। তা এভাবে- তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও, যাতে মানুষ তার গীবত হতে বিরত হয় এবং গীবতকারীকে এ কাজ হতে নিষেধ কর। নতুবা নিজে এ মজলিস থেকে চলে যাও। কেননা, চুপচাপ বসে থাকলে তুমিও গীবতকারী গণ্য হবে। -*[ইবনে আবিদ্দুনইয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর]*

অর্থাৎ কারো গীবত করা হচ্ছে, এমন সময় আমি গীবত করা ব্যক্তির ভালো কোন দিক সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দিতে পারি এর মাধ্যমে গীবতকারী চুপ হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ্ অথবা তাকে বুঝিয়ে বলা যে ঐ ব্যক্তি তো এখন সামনে নেই তাই তার বিষয়ে কথা বলবো না অথবা কোন ভাবেই যদি গীবত আটকাতে না পারি তবে ঐ জায়গা থেকে উঠে যাবো ইন শা আল্লাহ্।

★ ইবনে উম্মে আবদ (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ কারো উপস্থিতিতে কোন মুমিন ব্যক্তির গীবত করা হলে এবং সে তার অনুপস্থিত মুমিনের সাহায্য করলে আল্লাহ তাকে এজন্য দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন। কারো উপস্থিতিতে কোন মুমিন ব্যক্তির গীবত করা হলে এবং সে তার সাহায্য না করলে আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে এর মন্দ ফল (শাস্তি) ভোগ করবেন। মুমিন ব্যক্তির গীবত এর চেয়ে মন্দ গ্রাস আর কেউ গ্রহণ করে না। সে যদি তার সম্পর্কে তার জ্ঞাত কথাই বলে তবে সে তার গীবত ই করলো। আর সে যদি এমন কথা বলে যা সে জ্ঞাত নয়, তবে সে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটালো। (*আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৭৩৯*)

★ মায়মূন বিন সিয়াহ নিজের অবস্থার বর্ণনায় বলেন, একদিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমার সামনে এক মৃত হাবশীকে এনে কেউ বলছে, হে মায়মূন! তুমি এ হাবশী মৃতকে খাও। আমি কেন মৃত হাবশীকে খাব? সে বলল, তুমি অমুকের গীবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি তার গীবত করিনি। এমনকি তার কোন বৈশিষ্ট্যই আমি উল্লেখ

করিনি। সে বলল, যদিও তুমি গীবত করনি, তবে শুনেছ। আর গীবত শোনা এবং গীবত করা একই রকম। -(*তাফসীরে মাআলেমুত তানযীল*)

★ হযরত শেখ সাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

ترا آنکه چشم و دین داد و گوش - اگر عاقلی بر خلافش مکوش

-"যে সত্তা তোমাকে চোখ, মুখ ও কান দান করেছেন, যদি তুমি বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন হও তবে এগুলো তাঁর মর্জির বিপরীতে ব্যবহার করো না।"

❑ **দৈহিক কাঠামোর গীবত:** দৈহিক কাঠামোর গীবত বলতে মূলত কোন ব্যক্তিকে ছোট করার উদ্দেশ্যে তার শারীরিক কোন ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা। যেমন কারো রঙ কালো, বা কেউ একটু খাঁটো, বা কারো চোখ ছোট এগুলো নিয়ে কথা বলা বা সমালোচনা করাই গীবত। যা হারাম এবং নাজায়েজ।

আমরা কিছু হাদিস এবং ঘটনা দেখবো ইন শা আল্লাহ।

★আম্মাজান আয়েশা (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললাম, 'আপনার জন্য সাফিয়ার এই এই হওয়া যথেষ্ট।' (কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সাফিয়া বেঁটে।) এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (আমাকে) বললেন, "তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের পানিতে মিশানো হয়, তাহলে তার স্বাদ পরিবর্তন করে দেবে!" (*রিয়াদুস সলেহিন, হাদিস নং ১৫৩৩*)

★ মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা) বেঁটে ছিলেন। তাঁর অপরাপর স্ত্রীগণ (উম্মাহাতুল মু'মীনীন) এজন্য হাসিঠাট্টা শুরু করে দেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُن.

"হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ লোকেরা অপর পুরুষ লোকদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় ভালো। আর না মহিলারা অপর মহিলাদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় ভালো" (*সূরা হুজুরাত ৪৯:১১*)।

★ ইবনে আব্বাস (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ

حَرَمَ اللّٰهُ أَنْ يُغْتَابَ الْمُؤْمِنَ بِشَيْءٍ كَمَا حَرَمَ الْمَيْتَةَ.

"আল্লাহ তাআলা মুমিন ব্যক্তির যে কোন প্রকারে গীবত করা হারাম ঘোষণা করেছেন, যেরূপ তিনি মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম করেছেন" (*ইবনে জারীরের বরাতে সুয়ূতীর দুররুল মানছুর*)।

★ মু'আবিয়া বিন কুররা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন - لَوْ مَرَ بِكَ أَقْطَعُ فَقُلْتُ هَذا أَقْطَعُ كَانَ ذَلِكَ غنية যদি তোমার কাছ দিয়ে হাত পা কাটা কেউ যায় আর তুমি তার দৈহিক অবস্থার ত্রুটি বর্ণনা কর, তবে এও গীবত হবে। (*তাফসীরে দোররে মনসূর*)

উপরোক্ত হাদিস এবং ঘটনা থেকে জানা যায় মানুষের ছোট থেকে ছোট দৈহিক ত্রুটি ও আলোচনা করা যাবে না যাতে সে কষ্ট পায়, কারণ আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সর্বোত্তম।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন -

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে। (*সূরা আত-তীন ৯৫:৪*)

❑ **ইশারা বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে গীবত :** অনেক সময় দেখা যায় অনেকে সরাসরি মুখে না বলে ইঙ্গিতের মাধ্যমে গীবত করে থাকে, যেমন: অনেকে বসে আছে এমন সময় কেউ বললো- একজন আছে যার স্বভাব ই হলো দেরি করে আসা বা এভাবে বলা যে কেউ কেউ তো এই কাজটা করেই না বা কেউ কেউ তো নামাজই পরে না, অথবা কারো আলোচনা হচ্ছে এমন সময় বলা আমি তো এই কাজটা করি না, আর বাকি সবাই বুঝে গেলো যে কার কথা আলোচনা

হচ্ছে আর সেই ব্যক্তি ঐ কাজে জড়িত, তাহলে এটাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। এটা ইশারা বা ইঙ্গিতের গীবত। এরকম ভাবে কারো কথা বলাও নাজায়েজ।

★আম্মাজান আয়েশা (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন, একদা তাঁর নিকট একটি লোকের পরিহাসমূলক ভঙ্গি নকল করলাম। তিনি(রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, “কোন ব্যক্তির পরিহাসমূলক ভঙ্গি নকল করি আর তার বিনিময়ে এত এত পরিমাণ ধনপ্রাপ্ত হই, এটা আমি আদৌ পছন্দ করি না।” (*আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ) (আবূ দাউদ ৪৮৭৫, তিরমিযী ২৫০২, আহমাদ ২৫০৩২)*

❑ **মুসলিমের গীবত:** মুসলিমের গীবত করা নাজায়েজ এবং হারাম, কোন ভাবেই একজন মুসলিম অপর মুসলিমের গীবত করবে না।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন-

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ: হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয়ই কোনো কোনো অনুমান গুনাহ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান কোরো না এবং একে অপরের গীবত কোরো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। (*সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১২*)

পবিত্র কুরআনের এই অসম্ভব সুন্দর আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেখা যাক ইন শা আল্লাহ্ ↓

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো গুনাহ [১]। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না [২] এবং একে অপরের গীবত করো না [৩]। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক [৪]। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু।

[১] ظَنّ এর অর্থ ধারণা করা। অর্থাৎ, সৎ ও আল্লাহভীরু ভালো লোকদের ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করা, যা মন্দ অথচ ভিত্তিহীন এবং যা মিথ্যা অপবাদের আওতায় পড়বে। তাই

এর অনুবাদ করা হয়, কুধারণা। হাদীসে এটাকে ِأَكْذَبُ الْحَدِيْثُ (সব চাইতে বড় মিথ্যা) গণ্য করে এ থেকে বিরত থাকার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, (ِإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ) অর্থাৎ, তোমরা কুধারণা থেকে দূরে থাক। *(বুখারী, মুসলিম)*।

পক্ষান্তরে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের গুনাহের কারণে তাদের গুনাহের উপর কুধারণা পোষণ করা সেই কুধারণা নয়, যেটাকে এখানে গুনাহ বলা হয়েছে এবং যা থেকে বিরত থাকতে তাকীদ করা হয়েছে। উলামাগণ বলেন, বাহ্যতঃ ভালো লোকের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা বৈধ নয়। তবে বাহ্যতঃ মন্দ লোক পাপাচারীর প্রতি মন্দ ধারণা করা অবৈধ নয়। (*কুরতুবী*)

[২] অর্থাৎ, এই সন্ধানে থাকা যে, কোন গোপন দোষ-ত্রুটি পেলে বদনাম করা যাবে। এটাকেই تَجَسّس (জাসুসী) বলে, যা নিষেধ। হাদীসেও এ কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কারো কোন দোষ-ত্রুটি তোমরা জানতে পার, তবে তা গোপন করো। না সেটাকে মানুষের সামনে বলে বেড়াও, আর না খুঁজে খুঁজে দোষ বের করো। বর্তমানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বড় চর্চা করা হয়। ইসলামও দোষ অনুসন্ধান করা থেকে নিষেধ করে মানুষের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু তা ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা সম্পাদন না করে অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত সে অপরের কষ্টের কারণ না হয়। পাশ্চাত্যের দেশগুলো অবাধ স্বাধীনতার শিক্ষা দিয়ে সকল মানুষকে ব্যাপক ফ্যাসাদের অনুমতি দিয়ে রেখেছে। যার ফলে সমাজের সকল প্রকার নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গেছে।

[৩] গীবতের অর্থ হল, অন্য লোকের কাছে কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা (নিন্দা বা সমালোচনা করা), যা সে অপছন্দ করে। আর যদি তার প্রতি এমন দোষের কথা সম্পৃক্ত করা হয়, যা তার মধ্যে নেই, তাহলে তা মিথ্যা অপবাদ হবে। স্ব-স্ব স্থানে দু'টোই বড় অপরাধ ও মহাগুনাহ।

[৪] অর্থাৎ, অপরের কাছে কোন মুসলিম ভাইয়ের নিন্দা গাওয়া ঐ রকমই, যেমন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া। মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে তো কেউ পছন্দ করে না, কিন্তু গীবত হল মানুষের অতি প্রিয় খাদ্য।

❑ **মুসলিম দেশে বসবাসরত অমুসলিমদের গীবত:** মুসলিম দেশে বসবাসরত অমুসলিমদের গীবত করাও নাজায়েজ কারন মুসলমান রাষ্ট্রে বসবাসের জন্য তাদের জান মাল ইজ্জত মুসলমানদের মতই মর্যাদা পূর্ণ, তাই মুসলমানদের মত তাদের ও গীবত করা যাবে না।

❑ **অমুসলিম শত্রুর গীবত**: ফিকহের কিতাবের মতে অমুসলিম কাফের শত্রুদের গীবত করা যায়েজ।

❑ **মৃত ব্যক্তির গীবত**: জীবিতদের গীবত করা যেমন হারাম তেমনি মৃত ব্যক্তিদের গীবত করাও হারাম, মৃত ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় বা তার জীবন দশায় সে যেমনই থাকুক না কেন তার গীবত করা যাবে না।

মৃত ব্যক্তির গীবত না করা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর কয়েকটি হাদিস দেখবো আমরা ইন শা আল্লাহ্।

★ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

তাকে ছেড়ে দাও। তার গীবত করো না। তোমাদের কেউ মারা গেলে – (*আবু দাউদ- কিতাবুল বিররে ওয়াস সেলাহ*)

★ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না কেননা, তারা নিজেদের আমলের প্রতিদানপ্রাপ্তির স্থানে পৌঁছে গেছে। (*কিতাবুত তারগীব ওয়াততারহীব*)

★ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

তোমরা মৃতদের সৎগুণসমূহ আলোচনা কর, তাদের মন্দ আলোচনা থেকে বিরত থাকো। (*আবু দাউদ*)

★ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

তোমরা নিজেদের মৃতদের সৎ গুণাবলী ব্যতীত আলোচনা করো না। কেননা, তারা জান্নাতী হলে তাদের গীবত করে তোমরা গুনাহগার হবে। আর জাহান্নামী হলে এ শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট। (*এহইয়াউল উলুম*)

উপরোক্ত হাদিস গুলো থেকে বোঝা যায় মৃতদের গীবত করা নাজায়েয, হাদীসসমূহের বিষয়বস্তু ছাড়াও বুদ্ধি-বিবেক বলে, মৃতদের গীবত নাজায়েয। এর কারণ চারটি।

প্রথমতঃ মৃতরা জীবিতদের গীবত করতে পারে না। সুতরাং জীবিতদেরও উচিত মৃতদের গীবত না করা এবং তাদেরকে কোন কষ্ট না দেয়া।

দ্বিতীয়তঃ জীবিতরা মৃতদের দ্বারা উপকৃত হয়। জীবিতরা মৃতদেরকে দেখলে, তাদের কাছে বসলে আখিরাতের কথা স্মরণ হয়, দুনিয়া ধ্বংসশীল বলে অনুভূত হয়। অতএব, জীবিতদের কর্তব্য মৃতদের উপকার করা তাদের সুকর্মের বিনিময় প্রদান করা। যেমন মৃতদের বাগযন্ত্র প্রতিরুদ্ধ আছে, জীবিতদেরও নিজেদের বাগযন্ত্র তেমনি প্রতিরুদ্ধ করে রাখা মৃতদের দোষ আলোচনা করা অনুচিত।

তৃতীয়তঃ মৃতদের গীবতে তাদের নিকটাত্মীয় স্বজনের কষ্ট হয়।

চতুর্থতঃ মৃত ব্যক্তি জাহান্নামী হলে এ শাস্তিই তার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তার গীবত নিরর্থক আর জান্নাতী হলে তার গীবত নিষিদ্ধ। যেক্ষেত্রে মৃতের জাহান্নামী হওয়া সন্দেহপূর্ণ, সেক্ষেত্রেও শরীয়াতে গীবত নিষিদ্ধ করেছে।

এই সম্পর্কে আমরা কিছু ঘটনা জানবো ইন শা আল্লাহ্।

★ হযরত আবু দারদা (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) বেশী বেশী কবরের কাছে বসতেন এবং কবরস্থানে গমন করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এমন লোকদের নিকট বসি যারা আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদের কাছ থেকে চলে আসলে তারা আমার গীবত করে না, কিন্তু জীবিতরা এর বিপরীত। (*এহইয়াউল উলূম: কিতাবুল আমওয়াত*)

★ লোকেরা হযরত আলী (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কবরস্হানসমূহে বেশী বেশী যান কেন? জবাবে তিনি বললেন, কবরবাসী আখিরাত স্মরণ করিয়ে আমাদের উপকার সাধন করে। তারা আমাদের গীবত করে না, আমাদের সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ করে না। এ কারণেই আমি তাদের সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ করি না এবং বেশী বেশী তাদের সাহচর্য অবলম্বন করি। (*এহইয়াউল উলমা*)

★ মৃতদের দোষচর্চা করলে জীবিতরা কষ্ট পায়, অর্থাৎ মৃতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খীরা অসন্তুষ্ট হয়। আমার পিতা একদিন আমাকে বলেন, এক ব্যক্তি প্রায়ই সূরা "তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব" পাঠ করতো। আবু লাহাব কাফের হলেও সে ছিল মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। এই সূরায় আল্লাহ তাআলা আবু লাহাবের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তার করুণ পরিণতির কথা বলেছেন।

এই ব্যক্তির সব সময় উপরোক্ত সূরা পাঠ এবং কথায় কথায় আবু লাহাবের দোষচর্চা করাটা মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করলেন না। তিনি বলেন: হে ব্যক্তি! এই সূরা ব্যতীত অন্য কোন সূরা কি তোমার মুখস্ত নেই? মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّهُمْ إِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَأْثَمُوا وَإِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمْ مَا فِيهِ

"তোমরা তোমাদের মৃতদের উত্তম গুণাবলীসহ স্মরণ করো। কারণ তারা জান্নাতী হয়ে থাকলে তোমরা তাদের গীবত করে গুনাহগার হবে, আর তারা দোযখী হলে এটাই (দোযখের শাস্তি) তাদের জন্য যথেষ্ট" (*ইহয়া উলূমিদ-দীন*)।

মৃত্যুকালে কারো মুখ থেকে কালেমা বের না হলে, অথবা চেহারা কালো হয়ে গেলে, অথবা কবরে আযাবের কোন উপকরণ পরিদৃষ্ট হলে, অথবা ভূগর্ভস্থ কোন জীব যেমন সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি প্রকাশ পেলে যারা এ বিষয়ে অবহিত হয়, তাদের উচিত এসব জনসাধারণ্যে প্রকাশ না করা। উপরন্তু তার গুনাহগার হওয়ার সংবাদ ফলাও না করা, এতে তার জীবিত আত্মীয় স্বজন কষ্ট পাবে। এ ব্যাপারে এটাই পালনীয় বিধান।

❑ **বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত:** বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর অবুঝ ছেলেপেলে এবং পাগলের গীবত সম্পর্কিত বিধান ফিকাহ গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয়নি। তাই আল্লামা তাহতাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। কোন প্রকার অভিমত প্রকাশ করেননি। আবার কোন কোন ফকীহ আলেম নিঃশর্ত হারাম বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, অবুঝ ছেলেপেলে এবং পাগলের গীবতও তেমনি হারাম, যেমন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত হারাম।

গ্রন্থকারের মতে, যে অল্প বয়স্ক ছেলে মোটামুটি বোধবুদ্ধিসম্পন্ন এবং যে নিজের প্রশংসায় সন্তুষ্ট ও দোষ বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হয়, যেমন- স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হাবা গোছের অল্প বয়স্ক ছেলে, তার গীবত দুরস্ত নয়। আর এরূপ ছেলে বা পাগলের উত্তরাধিকারী থাকলেও গীবত হারাম। কেননা, যদিও এ ছেলে এবং পাগল নির্বোধ, কিন্তু এদের গীবত করলে, দোষ বর্ণনা করলে তার উত্তরাধিকারীদের মানসিক কষ্ট হবে। হাঁ, নির্বোধ ছেলের দোষ বর্ণনা দ্বারা যদি মানুষকে ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয় তা হলে তার সামনে অথবা পিছনে উভয় অবস্থায়ই জায়েয।

❑ **পাগলের গীবত:** যে হাবা ছেলে বা পাগল প্রশংসায় সন্তুষ্ট বা দোষ বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হয় না এবং তার কোন অভিভাবকও নেই, তার গীবত জায়েয, কিন্তু কারো গীবত থেকে রসনাকে যথাসাধ্য বিরত রাখাই উত্তম।

❑ **পোশাকের গীবত:** পোশাকের ও গীবত হয়, যদিও মানুষ বুঝতে পারে না অনেক সময় কিন্তু কারো পোশাক নিয়ে কোন মন্তব্য করাও গীবতের সামিল। যেমন: কোন মেয়ে উত্তম রুপে ওড়না পরিধান করে নি এরুপ বলা, আবার কেউ টাখনুর নিচে কাপড় পরেছে, আবার কেউ ইসলামিক পোশাক পরিধান করে নি, মাথায় ওড়না ভালো করে দেয় নি ইত্যাদি পোশাক নিয়ে যে কোন ধরনের আলোচনাই গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা কয়েকটা ঘটনা দেখবো ইন শা আল্লাহ্।

★ একদা আম্মাজান আয়েশা (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন, অমুক স্ত্রীলোকের আঁচল খুব লম্বা। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা কর্তব্য। আয়েশা (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন, আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়ে আসে (*মুনযিরীর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব*)।

★ পূর্বকালের কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে তুমি যদি বলো, অমুক ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র খুবই সংকীর্ণ অথবা খুবই লম্বা তাহলে এটাও তার গীবত হবে" (*ফকীহ আবুল লাইসের গ্রন্থের গীবত অনুচ্ছেদ*)।

❑ **বংশের গীবত:** কেউ যদি অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বা নিচু দেখানোর জন্য বলে যে ঐ ব্যক্তিটার বংশ ভালো না, তার বাব দাদা তো নিচু ছিলো বা গরীব ছিলো তাহলে তা বংশের গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

★ মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلا بِالدِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ.

"দীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই" (*আবদুর রহমান আশ-শারানী, কাশফুল গুম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহ, বাব তাহরীম ইহতিকারিন নাস)*।

❑ **অভ্যাস বা আচার-আচরণের গীবত:** কারো সম্পর্কে এভাবে বলা যে তার তো অভ্যাস খারাপ, যে কোন কথা কে বড় করে বা অমুক ব্যক্তি তো রাগি স্বভাবের খুব গম্ভীর ভাবে কথা বলে, অথবা অমুক ব্যক্তি তো সব সময় তার স্বামীর গুণগান গায় বা অমুক ব্যক্তি তো সব সময় স্ত্রীর সব কথা শোনে ইত্যাদি।

কারো অভ্যাস আচার-আচরণ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য যে গীবত, এর সমর্থনে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা দেখবো ইন শা আল্লাহ্।

★ আরবে দস্তুর ছিল, একজন অন্য জনের সেবা পরিচর্যা করত। একবার হযরত আবু বকর ও ওমর (রদ্বিআল্লাহু আনহুম) সফরে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন এক নিঃস্ব গরীব সেবক। এ সেবক সব সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রদ্বিআল্লাহু আনহুম)-এর সেবা পরিচর্যা করতেন। এক জায়গায় তাঁরা চলায় বিরতি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁদের ঘুমানোর পরে সেবক বেচারাও ঘুমিয়ে পড়েন। কোন খাদ্য প্রস্তুত করেননি। এক সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রদ্বিআল্লাহু আনহুম) জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন- লোকটা খুব বেশী ঘুমায়। অতঃপর তাঁরা সেবককে জাগিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পাঠান। তিনি খিদমতে পৌঁছে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হযরত আবু বকর ও ওমর (রদ্বিআল্লাহু আনহুম) সালাম বলেছেন এবং কিছু আহার্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। জবাবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তারা দুই জন তো পরিতৃপ্ত হয়েই খেয়েছে। তাঁরা এ সংবাদ পেয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা কি খেলাম? তিনি ইরশাদ করলেন, আজ তোমরা এ সেবকের গোশত খেয়েছ। আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি। এ ঘটনা শুনে তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া

রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, শুধু আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনাই এ জন্য যথেষ্ট নয়। তোমাদের উচিত এ সেবককে সন্তুষ্ট করা। তোমরা তাকেই বল, সে যেন আল্লাহর দরবার থেকে তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেয় (*তাফসীরে দোররে মনসূর জিয়া মাকদেসীর সূত্রে*)।

★ এক সফরে হযরত আবু বকর ও ওমর (রদ্বিআল্লাহু আনহুম) 'রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে কিছু গোশত চেয়ে পাঠান। জবাবে বাবে তিনি বলে পাঠালেন, তোমরা কি পরিতৃপ্ত হয়ে মুসলমান ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করনি? তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তো তাকে কিছুই বলিনি। শুধু বলেছি, সে দুর্বল, আমাদের সেবা পরিচর্যা করতে পারে না। এ কথায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, এও বলবে না। কারো ন্যূনতম মন্দ বৈশিষ্ট্যও আলোচনা করবে না। (*এ ঘটনা ইমাম তিরমিযী (রঃ) নাওয়াদেরুল উসূল গ্রন্থে এবং ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) তাফসীরে দোররে মনসূরে উদ্ধৃত করেছেন*)

★ একবার কোন কোন সাহাবী এক লোকের আলোচনায় বললেন, সে এক আজব মানুষ, কেউ তাকে খাওয়ালে তো খেল, কেউ বাহনে আরোহণ করালে তো আরোহণ করল, কিন্তু নিজে কোন প্রকারে উপার্জন করতে পারে না। এ আলোচনা শুনে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচক সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা আপন ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রকৃত দোষ প্রকাশ করাও কি গীবত? তিনি ইরশাদ করলেন, গীবত হওয়ার জন্য কারো প্রকৃত দোষ বর্ণনাই যথেষ্ট। -(*আততারগীব ওয়াততারহীব*)

★ একদিন হযরত সালমান ফারসী (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। দুই ব্যক্তি তাঁর গীবত করে- তাঁর খাওয়া শোয়ার অবস্থা বর্ণনা করে। তখন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا

তোমরা একে অন্যের গীবত করো না। এ আয়াত থেকে গীবত হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়। -(*ইবনে জোরায়জের সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর*)

❑ **ইবাদতের গীবত:** কারো সম্পর্কে বলা যে অমুক ব্যক্তি সুন্নত এবং নফল স্বলাত আদায় করে না বা অমুক ব্যক্তি রোজা রেখে রাগারাগী করেছে তাই তার রোজা হয় নি বা অমুক ব্যক্তি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে না, এসব বলা ইবাদতের গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

★ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন -

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓي اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓي اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

হে ঈমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারা বিদ্রূপকারিণীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা কোরো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতই-না নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো জালেম। (*সূরা হুজরাত ৪৯:১১*)

★ একদিন হযরত শেখ সাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এমন কতিপয় লোকের গীবত করেন যারা তাহাজ্জুদের সময় ঘুমিয়ে ছিলেন। বললেন, কতই না ভাল হত, যদি এরা জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়ত। একথা শুনে তাঁর আব্বা বললেন, কতই না ভাল হত যদি তুমি ঘুমিয়ে যেতে এবং এ গীবত থেকে বেঁচে থাকতে।

★ এক লোক আরেক লোক সম্পর্কে বলল, আমি আল্লাহর উদ্দেশে অমুকের সাথে শত্রুতা রাখি। যাঁর সম্পর্কে এরূপ বলা হল, তিনি জানতে পেরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক আমার গীবত করেছে এবং আমার সাথে শত্রুতা পোষণের কথা বলেছে।

আপনি তাঁকে ডাকিয়ে আমার ইনসাফ করুন। রহমাতুল লিল ‘আলামীন সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন অমুকের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর? তিনি বলতে শুরু করলেন- আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াক্ত ব্যতীত কোন নামাযই পড়ে না। রমযানের রোযা ব্যতীত কোন নফল রোযা রাখে না। ফরয যাকাত ব্যতীত কখনো সাদাকাহ দেয় না। এসব কারণে আমি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করি। যাঁর গীবত করা হয়েছে-তিনি উল্লিখিত অভিযোগসমূহ শুনে বলতে লাগলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি কোন ফরয আদায়ে ত্রুটি করি? রসূলুল্লাহ

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সে ফরযসমূহ আদায়ে কোন প্রকার ত্রুটি করে না, যেহেতু সে নফল এবাদত করে না, তাই আমার অন্তর তার প্রতি খাপ্পা। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাহিনী শুনে শত্রুতা পোষণকারী এবং গীবতকারীকে বললেন, উঠ! তুমি যার সাথে শত্রুতা পোষণ করছ এবং গীবত করছ, সম্ভবত পরিণামে সে তোমার থেকে উত্তম। অতএব, তার গীবত করা এবং তার সাথে শত্রুতা পোষণ । তোমার জন্য অসমীচীন। (*এহইয়াউল উলূম: আসবাবুল গীবত অধ্যায়*)

❑ **গুনাহের গীবত:** অন্যদের গুনাহ নিয়ে কথা বলা, যেমন: অমুক ব্যক্তি গীবত করে বা অমুক ব্যক্তি তাহাজ্জুদ সালাত পরে না বা অমুকের সন্তান প্রেম করে বা অমুক তো পর্দা করে না, অমুক ব্যক্তি শুধু ফরজ সালাত পরে ইত্যাদি। অন্য কোন ব্যক্তির যে কোন গুনাহের বিষয়ে আলোচনা করা গুনাহের গীবতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমি গুনাহ করছি না, আমি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারছি এটা আমার আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নিয়ামত বা রহমত আমার প্রতি আলহামদুলিল্লাহ, এখানে আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাকে তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ, তাই অন্য কোন গুনাহগার ব্যক্তির সম্পর্কে গীবত করা আমাদের জন্য অনুচিত। আমাদের উচিত সেই ব্যক্তির হেদায়েতের দোয়া করা।

আমরা কিছু হাদিস এবং ঘটনা দেখবো ইন শা আল্লাহ্।

★ বনী ইসরাঈলে দুই ব্যক্তি ছিল। একজন সর্বদা ইবাদত করতো আর অন্যজন সর্বদা গুনাহে লিপ্ত থাকতো। এতে ইবাদতকারী সব সময় গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে অপমান অপদস্থ করত। একদিন আবেদ পাপাচারীর উপর খাপ্পা হয়ে বলল, আল্লাহর কসম, তুমি জাহান্নামে যাবে। একথা আল্লাহ তাআলার খুবই অপছন্দ হয়। তিনি আবেদকে জাহান্নামী আর পাপাচারীকে জান্নাতী করে দেন। -(*আবু দাউদ-অধ্যায়: আলবিররে ওয়াসসেলাহ*)

★ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন: "আল্লাহর স্মরণশূন্য কথা বেশি বলো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে যাবে। আর কঠিন হৃদয় তোমাদের অজান্তে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না যেমনি মনিব তার গোলামদের তদারক করে। বরং তোমরা নিজ নিজ দোষত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করো এমনভাবে যে, তোমরা আল্লাহর গোলাম। মানুষ দুই ধরনের। কিছু লোক গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, আর কিছু লোক গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করে। তোমরা কাউকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তা

দয়াপরবশত হও এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করো এবং নিজের গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করো এবং গুনাহগারকে অপমান করো না'। (*মুওয়াত্তা ইমাম মালেক*)

★ হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর নিষেধ ভুলে গিয়ে জান্নাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলেন, তখন তাঁর শরীরের রং কাল হয়ে যায় এবং তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পৃথিবীতে পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আদেশ করলেন, তুমি আমার ঘর (বায়তুল্লাহ) বানিয়ে তার তাওয়াফ কর, তা হলে আমি তোমার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার অপরাধ ক্ষমা করব এবং তোমার তওবা কবুল করব। হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাবা শরীফ বানানো শেষ হলে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম জান্নাত থেকে হাজারে আসওয়াদ এনে উপস্থিত করেন। তখন এর রং অত্যন্ত সাদা ছিল এবং সেটির আলো বহু দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হত। পাথরটির উপর হযরত আদম আলাইহিস সালামের দৃষ্টি পড়লে তাঁর-জান্নাতের আরাম আয়েশের কথা স্মরণ হয়। এতে তিনি মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েন, তাঁর চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। তখন জান্নাত থেকে আনীত সাদা পাথরটি তাঁকে বলল, হে আদম! আপনি তো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা করে নিজের জন্য অনিষ্ট বরণ করে নিয়েছেন। এতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম অত্যন্ত কষ্ট পান। তিনি আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, ইয়া আল্লাহ! আমার গুনাহের কারণে সব বস্তুই আমাকে মন্দ বলেছে। এমনকি জান্নাতী পাথরও যা ইচ্ছা তাই বলল। এতে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি দয়ার্দ্র এবং পাথরের উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি আদম আলাইহিস সালামের কালো রং পাথরকে এবং পাথরের শুভ্রতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে দান করেন। ফলে সাদা পাথরটি কালো বর্ণ ধারণ করে এবং তার নাম হয় হাজারে আসওয়াদ। আর হযরত হযরত আদম আলাইহিস সালামের দেহ আলোকিত হয়ে যায়। -(*নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস: আইয়ামু লবীয অধ্যায়*)

★ হযরত শেখ সাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একদিন উস্তাদের নিকট নিবেদন করলেন, সমবয়সী অমুক আমার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে। উস্তাদ বললেন, সাদী! তোমার নিকট ঈর্ষা পোষণ হারাম এবং গীবত হালাল! তুমি আমার নিকট তার গীবত করছ এবং তোমার প্রতি ঈর্ষা পোষণের অভিযোগ করছ।

★ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে নবী-রসূলগণ ব্যতীত আর কোন মানুষই নিষ্পাপ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু দোষত্রুটি অবশ্যই রয়েছে। কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ থাকলে অন্য কারো অপরের মধ্যে ঘৃণা করার অভ্যাস আছে। কেউ গীবত করে এবং কেউ গীবত শোনে। কেউ পরোক্ষে নিন্দা করে বেড়ায়, কেউ মিথ্যা কথা বলে। কেউ চৌর্যবৃত্তিতে

লিপ্ত থাকলে অপরে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের কাজে লিপ্ত আছে। একজন যেনায় লিপ্ত থাকলে অপরজন অন্যরূপ দুষ্কর্মে লিপ্ত আছে।

মোটকথা কোন ব্যক্তিই দোষ থেকে মুক্ত নয়। অতএব যে কোন লোকের মধ্যকার যে কোন ধরনের ত্রুটির চর্চা করা বাতুলতা মাত্র। কারণ ত্রুটি চর্চাকারীও তো ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। তাই কোন ব্যক্তিকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার জন্য আল্লাহর নিকট সৎপথ কামনা করা উচিত, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা অনুচিত। এতে সে হয়তো তওবা করবে, অনুতপ্ত হবে অথবা যখন ভুল ভাঙ্গবে তখন তওবা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কারো দোষের কথা মনে এলে নিজের দোষগুলো স্মরণ করবে। তাহলে এই পাপকাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে। হযরত উমার ফারুক (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

كَكَفَى مِنَ الْغَيِّ بِالْمُؤْمِنِ ثَلاثٌ يُعِيبُ عَلَى النَّاسِ بِمَا يَأْتِي بِهِ وَيُبْصِرُ مِنْ عُيُوبِ النَّاسِ بِمَا لَا يُبْصِرُ مِنْ نَفْسِهِ وَيُؤْذِي جَلِيسَهُ فِي مَا لا يعنيه.

"মুমিন ব্যক্তির পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসই যথেষ্ট।

(এক) নিজে যে অপকর্মে লিপ্ত আছে অপরকে সেই অপকর্মে লিপ্ত দেখলে তার সমালোচনা করে।

(দুই) অন্যের দোষ দেখে বেড়ায়, অথচ নিজের মধ্যকার দোষ সম্পর্কে অন্ধ।

(তিন) নিজের প্রতিবেশী বা সহচরকে অযথা কষ্ট দেয়, হয়রানী করে" (*আবুল লাইস আস-সামারকান্দী বাবুল গীবত-এ উদ্ধৃত করেছেন*)।

কোন ব্যক্তিকে তার গুনাহের কারণে অপদস্ত করা এবং তাকে জাহান্নামী মনে করা আল্লাহ তা'আলার মর্জি বিরুদ্ধ কাজ। বরং যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অপমান করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে অপমান করেন, অন্যদিকে যাকে অপমান করা হলো তার গুনাহ মাফ করে দেন।

❑ **সরাসরি বা অনুকরণের মাধ্যমে গীবত:** সরাসরি স্পষ্ট বাক্যে কারো ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করা যেমন গীবত তেমনি অভিনয়ের মাধ্যমে কারো ত্রুটি প্রকাশ করাও গীবত। যেমন: কেউ খোঁড়া হয়ে হাঁটলে তাকে অনুকরণ করে খোঁড়া হয়ে হাঁটা অথবা অন্ধ মানুষের মতো অভিনয়

করা অথবা কেউ অহংকারবশত সিনা টান করে হাঁটলে তার মত সিনা টান করে হাঁটা অথবা কারো যদি অভ্যাস থাকে কথায় কথায় হাত নাড়ানো তাহলে তার মত করে হাত নাড়িয়ে দেখানো ইত্যাদি। সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে অন্যের কোন ত্রুটি আলোচনা করলেও তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

★ অনুকরণজনিত গীবত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

"আমি পরানুকরণ পছন্দ করি না, এত এত সম্পদের বিনিময়েও না" (*তিরমিযী*)

★ একদা হযরত আয়েশা (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা) কোন মহিলাকে অনুকরণ করে দেখালে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ وَلَىَ كَذَا وَكَذَا

"কাউকে নকল করা আমার কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয়, অনেক সম্পদের বিনিময়েও নয়" (*ইহয়া উলূমিদ দীন, বাবুল গীবাত*)

❑ **অন্তরের গীবত:** কোন ন্যায়পরায়ণ মুসলমানের প্রতি মনে মনে কুধারণা পোষণ করা, বা কারো প্রতিহিংসা বিদ্বেষের বশীভূত হয়ে তার প্রতি খারাপ ধারণা অন্তরে লালন করা যেমন: অমুক হয়তো আমার উপর রাগ করে আছে অথবা অমুক অনেক চালাক, আমার সাথে চালাকি করে এমন মনে করা অথবা অমুক তো আমাকে হিংসা করে অথবা অমুক আজ ক্লাসে আসে নি, হয়তো ঘুমিয়ে আছে ইত্যাদি। অন্তরে যেকোনো ধরনের ধারণা পোষণ করাই অন্তরের গীবত।

★ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন -

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ
بَعْضًا ۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের

মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু। (*সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১২*)

★ ইবনু তইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন -অন্তরের অন্যতম বড় অপবিত্রতা হলো, উত্তম ঈমানদারদের প্রতি (হৃদয়ে) বিদ্বেষ পোষণ করা। (*মিনহাজুস সুন্নাহ: ১/২২*)

❑ **অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গীবত:** হাত কান বা চোখ দ্বারা ইশারা করে কারো ত্রুটি বোঝানো যেমন: কোন ব্যক্তি কোন মজলিস ছেড়ে চলে যাওয়ার পর চোখের মাধ্যমে বা হাতের মাধ্যমে ইশারা করা অর্থাৎ ইশারা করে বুঝিয়ে দেওয়া যে ব্যক্তিটি ভালো না বা মজলিস ত্যাগ করে সে ভালো কাজ করেনি অথবা কারো কোন ত্রুটি আলোচনা করা হলে বা কেউ কারো প্রশংসা করলে সেখানে ঘাড় নাড়িয়ে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন ইঙ্গিত করা।

★ খর্বাকৃতির এক মহিলা মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলো। তার চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা) তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে হাতের দ্বারা তার প্রতি ইংগিত করেন। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে (*বায়হাকীর বরাতে তাফসীরে দুররুল মানছুরে*)।

★ মহান আল্লাহ বলেন:

"প্রত্যেক হুমাযাহ ও লুমাযার প্রতি অভিশাপ" (*সূরা হুমাযাহ ১০৪:১*)

'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় কুরআনের ভাষ্যকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম বায়হাকী (রহিমাহুল্লাহ) ইবনে জুরাইজ (রহিমাহুল্লাহ)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি চোখ বা হাতের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয় তাকে বলে 'হুমাযাহ' এবং যে ব্যক্তি মুখের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয় তাকে বলে 'লুমাযাহ'। ইমাম সুয়ূতী (রহিমাহুল্লাহ) দূররে মানছুর-এ উপরোক্ত রিওয়ায়াত নকল করেছেন। ইমাম বাগাবী (রহিমাহুল্লাহ) সুফিয়ান সাওরী (রহিমাহুল্লাহ)-এর নিম্নোক্ত অর্থ নকল করেছেন: যে ব্যক্তি মুখের কথার দ্বারা মানুষকে তিরস্কার করে সে হচ্ছে 'হুমাযাহ' এবং যে ব্যক্তি চোখের ইশারায় তিরস্কার করে সে হচ্ছে 'লুমাযাহ'। সুলায়মান জামাল তাফসীরে জালালাইন-এর টীকায় ইবনে কায়সানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন:

যে ব্যক্তি তার সহযোগীদেরকে মুখের দ্বারা কষ্ট দেয় সে হচ্ছে হুমাযাহ এবং যে ব্যক্তি চোখের ইশারায় কটাক্ষ করে সে হচ্ছে লুমাযাহ।

★ মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشِيرَ إِلَى أَخِيهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيه. ِ

"কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের প্রতি চোখের ইশারায় এমনভাবে ইংগিত করা বৈধ নয় যাতে সে মর্মাহত হয়" (*ইমাম গাযালীর হুকুকুল মুসলিম গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত*)

★ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' মি'রাজে গমন করে সেখানে বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন। আমি এক দল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখলাম, কিছু পুরুষ এবং মেয়েলোক ঝুলে রয়েছে। তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন -

هُولَاءِ الْهَمَّازُوْنَ الشَّتَّازُون َ

-এরা সেসব লোক যারা দুনিয়ায় হাত এবং নাক দ্বারা ইঙ্গিত করে মানুষকে কষ্ট দিত। (*আততারগীব ওয়াততারহীব*)

❑ **লেখনীর মাধ্যমে গীবত:** কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষের কথা বর্ণনা করে অপরের নিকট চিঠিপত্র লেখা অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অথবা নিজের বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি অপরের গীতবকারীকে যদি বলে, তুমি গীবত করো না, তবে সে বলে, এটা গীবত নয়। কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ও সজ্ঞানে গীবত করাকে বৈধ মনে করলে সে কাফের হয়ে যায় এবং অজ্ঞাতসারে বললে তাযীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ যারা গীবত পরিহার করতে বলেন, উল্টো তারাই শাস্তি ও তিরস্কারের সম্মুখীন হন।

উপরোক্ত গীবতের প্রকারভেদ গুলোর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে শুধু মুখে বলার মাধ্যমেই নয় বরং বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময় গীবত হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল প্রকার গীবত থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন আমীন।

যে কথা গীবত মনে করা হয় না

অনেক সময় আমরা বুঝতেই পারি না যে আমরা গীবত করছি, কারন আমরা মনেই করি যে তা গীবত নয়। যেমন:

⋆ আমাদের কোন আত্মীয় অসুস্থ, আমরা তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা বা চিন্তা থেকে রাগ করে বললাম ওতো কথা শোনে না, সিগারেট পান করে তাই তো আজ ওর হার্টের সমস্যা হয়েছে।

এখানে হয়তো মনে হতে পারে আমি তো দোষ বর্ণনার নিয়তে বলি নি, কিন্তু মূলত এটা অসুস্থ ব্যক্তির একটা দোষ ই আর আমার বলার কারণে আরো মানুষ ও এটা জানতে পারলো এবং আলোচনা করার সুযোগ পেলো।

⋆ আবার দেখা যায় অনেকে কারো কোন ক্রটির কথা আলোচনা করলে কেউ যদি বলে এটা তো গীবত তখন গীবতকারী বলে 'এটা আমি তার সামনেও বলতে পারবো'। কিন্তু গীবত তাই যা গীবতকৃত ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান আর যা শুনলে সে মনে কষ্ট পাবে।

★ কুরআনুল কারীমে তা'আলা বলেছেন -

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

অর্থাৎ দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে নিন্দাকারী ও পেছনে গীবতকারী। (*সূরা আল-হুমাযাহ ১০৪:১*)

★ 'গীবত'-এর পরিচয় প্রসঙ্গে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন -

أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّه»ُ

"তোমরা কি জান 'গীবত' কী? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তোমার ভাই যে কথা অপছন্দ করে তার সম্পর্কে সে কথা বলার নাম গীবত। জিজ্ঞেস করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে? রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবেই তুমি তার 'গীবত' করলে। আর যদি না থাকে তাহলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে" (*সহীহ মুসলিম; মিশকাত*)

অর্থাৎ কারো কোন খারাপ দিক বা ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করাই গীবত, আর এমন ধারণা রাখা যে এই কথা তার সামনেও বলা যাবে তাই এটা গীবত না, এটা ঠিক নয়, সামনে বললেও কারো ত্রুটি বলার কারণে সে কষ্ট পেলে গুনাহগার হতে হবে।

যে সময়ে সব থেকে বেশি গীবত হয়ে থাকে

যদিও মানুষ জেনে বা না জেনে বেশিরভাগ সময়ই গীবত করে ফেলে কিন্তু দুইটা সময় মানুষের সব থেকে বেশি গীবত হয়ে থাকে। তা হলো -

ক) যখন মানুষ কারো মাধ্যমে খুব বেশি কষ্ট পায়;
খ) যখন মানুষ কারো উপর সব থেকে বেশি রেগে থাকে

ক) যখষ মানুষ কারো মাধ্যমে খুব বেশি কষ্ট পায়: মানুষের মন খুব নরম হয়, খুব অল্পতেই কষ্ট পায়। অথবা কারো জন্য মন থেকে কিছু করলে কিন্তু সেই ব্যক্তি একরকম ব্যবহার না করলে মানুষ কষ্ট পায় আর এই কষ্টের সময় মানুষ এক জন আরেকজনের কাছে মনের কষ্টের কথা টা বলে ফেলে, মনে করে মন হালকা হচ্ছে বা মনে হয় অমুক তো আমার সাথে খারাপ আচরণ করেছে বা মনে কষ্ট দিয়েছে তাই আমি বলেছি। কিন্তু মূলত এটা নফসের ধোঁকা, গীবত বা পরনিন্দা বা পরিচর্যা সর্ব অবস্থায়, সর্ব ভাবে হারাম।

কারো কোন উপকার করলে প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা করা উচিত। কারন আল্লাহ তা'আলা যখন খুশি হোন এবং বান্দার জন্য তার করা ভালো কাজের প্রতিফল দেন তখন অবশ্যই তা সর্বোত্তম হবে আর আল্লাহ তা'আলা চাইলে কয়েকগুণ বেশি হবে ইন শা আল্লাহ্। আর নফস এখানেই সুযোগ নেয় আর মানুষ মানুষের থেকে বিনিময় আশা করে, যখন দেখে মানুষ সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করছে না বা প্রতিদান দিচ্ছে না তখনই গীবত বা পরনিন্দা হয়ে থাকে।

আবার দেখা যায় কেউ অনেক বেশি কষ্ট দিয়েছে বা খুব খারাপ আচরণ করেছে। তখন আমরা অনেক বেশি কষ্ট পাই আর মনো কষ্ট থেকেই আমরা গীবত করে ফেলি অন্যের কাছে। কিন্তু কেউ যত কষ্টই দেক না কেনো তার গীবত করাও হারাম। এখন প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে আমি মনের কথা কাকে বলবো? এই ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কাছে মনের কষ্টের কথা বলা যেতে পারে, সব থেকে উত্তম হচ্ছে মাফ করে দেওয়া। কাউকে মাফ করলে আল্লাহ তা'আলা সব থেকে বেশি খুশি হোন এবং আল্লাহ তা'আলা চাইলে ক্ষমাকারী ব্যক্তিকেও ক্ষমা করে দিতে পারেন ইন শা আল্লাহ্।

অন্যকে ক্ষমা করা প্রসঙ্গে আমরা কুরআনের কিছু আয়াত দেখবো ইন শা আল্লাহ্।

★ আল্লাহ ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমাশীলতা পছন্দ করেন। মানুষকে ক্ষমা করলে তাঁর ক্ষমা পাওয়া যায়, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ক্ষমা করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন -

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِي الْقُرْبٰي وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۣۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۗ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন কসম না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের, মিসকীনদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষক্রটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (*সূরা আন-নূর ২৪:২২*)

★ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন -

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। (*সূরা আলি-'ইমরান ৩:১৩৪*)

★ যে কোন মু'মিন ব্যক্তি নিজে নিজে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তা যেমন কবূল করেন তেমনি কোন মু'মিন অপর কোন মু'মিনের জন্য যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে বা দু'আ করে তাহলে তাও আল্লাহ কবূল করেন। নাবীগণের মধ্য থেকে আমরা দেখতে পাই ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) -এর প্রতি চরম অবিচার করে তার ভাইয়েরা যে অন্যায় করেছিলেন তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তারা তাদের পিতা ইয়া'কূব (আলাইহিস সালাম)-কে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছিলেন এবং তাদের অনুরোধ শুনে তিনি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাদের কথপোকথন উল্লেখ করেছেন এভাবে -

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ - قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“তারা বলল, ‘হে আমাদের পিতা, আপনি আমাদের গুনাহ মাফের জন্য ক্ষমা চান। নিশ্চয় আমরা ছিলাম গুনাহকারী’। তিনি বললেন, ‘অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আমার রব-এর নিকট ক্ষমা চাইব, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’।” (*সূরা ইউসুফ ১২:৯৭-৯৮*)

★ আল্লাহ তা‘আলা সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেও একাধিকবার আদেশ করেছেন মু’মিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে। যেমন আল্লাহ বলেন -

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি রূঢ়ভাষী (কঠোর স্বভাবের), কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে মাফ করে দাও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন।” (*সূরা আলি-‘ইমরান ০৩:১৫৯*)

খ)যখন মানুষ কারো উপর সব থেকে বেশি রেগে থাকে : রাগ বা ক্রোধ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তবে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা টাও জিহাদ করার সামিল। রাগের সময় ও কারো গীবত করা হারাম। তাই রাগের সময় চুপ থাকা উত্তম।

এই প্রসঙ্গে আমরা কিছু কুরআনের আয়াত এবং নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু হাদিস দেখবো ইন শা আল্লাহ্।

★ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ۗ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (*সূরা আল-আ’রাফ ৭:২০০*)

★ আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন -

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۚ

নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে যখন তাদেরকে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়। (*সূরা আল-আ'রাফ ৭:২০১*)

★ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্নু ‘আমর (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, সে-ই মুসলিম, যার জিহবা ও হাত হতে সকল মুসলিম নিরাপদ এবং সে-ই প্রকৃত মুহাজির, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা যে ত্যাগ করে। (*সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১০*)

★ আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন একদা রসুলাল্লাহ (সল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তিকে তোমরা বড় বীর মনে করো? সাহাবীগন বললেন, যাকে কেউ যুদ্ধে হারাতে পারে না। রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ না , বরং প্রকৃত বীর হলো সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে। (*সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭৭৯*)

★ আবু দ্বার গিফারী (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসুলাল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কারোর যদি দাড়াঁনো অবস্থায় রাগের উদ্রেক হয় তাহলে সে যেন বসে পরে। এতে যদি তার রাগ দুর হয় তো ভালো, অন্যথায় সে যেনো শুয়ে পরে। (*সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭৮২*)

★ সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন , দুই ব্যক্তি রসূলাল্লাহ (সল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে পরস্পরকে গালি দিতে লাগলো। তাদের একজনের চোখ লাল হতে থাকে ও ঘাড়ের রগ মোটা হতে থাকে। রসুলাল্লাহ (সল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি অবশ্যই এমন একটি বাক্য জানি এ ব্যক্তি তা বললে নিশ্চয়ই তার রাগ চলে যাবে। তা হলো : অভিশপ্ত শয়তান হতে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইছি। লোকটি বললো, আপনি কি আমার পাগল ভাব দেখছেন! (*সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭৮১*)

★ আবু ওয়াইল আল-ক্বাস (রহমতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদা আমরা ‘উরওয়াহ ইবনু মুহাম্মাদ আস-সা’দীর নিকট গেলাম। তখন এক ব্যক্তি তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে তাকে রাগিয়ে দিলো। অতএব তিনি দাঁড়ালেন এবং উযু করলেন। অতঃপর

বললেনঃ আমার পিতা আমার দাদা ‘আত্বিয়্যাহ (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলাল্লাহ (সল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রাগ হচ্ছে শয়তানী প্রভাবের ফল। শয়তানকে আগুন হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন পানি দিয়ে নিভানো যায়। অতএব তোমাদের কারো রাগ হলে সে যেন উযু করে নেয়। (*সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭৮৪*)

গীবতের বৈধ প্রকার সমূহ

যদিও গীবত হারাম তবে গীবতের কিছু বৈধ প্রকার রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয, তবে এই জায়েযের ও কিছু প্রকার এবং নিয়ম আছে। তবে ইচ্ছা করে পরনিন্দা বা পরিচর্চা করা কোন ভাবেই জায়েয হবে না।

গীবতের জায়েয পন্থা নিয়ে অনেক ভাবেঈ, শায়েখ, আলেম ও মুফতীয়ানে কেরাম বেশ কয়েকটি পন্থা আলোচনা করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ, ছ-টি, আটটি, নয়টি, এগারোটি এবং সর্বোচ্চ তেরোটি পন্থাকে গীবতের জন্য বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য বারোটি পন্থা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

❑ **দোষত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে গীবত:** যদি কেউ কোন দোষ অথবা গুনাহে জড়িত থাকে, তার এ দোষ বা গুনাহের কথা এমন ব্যক্তিকে জানানো, যিনি তাকে নিষেধ করবেন, সংশোধন করবেন ও নসীহত করবেন, এ প্রকারের গীবত বৈধ। কেননা, এ গীবতে গীবতকৃতের উপকার হয়, সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। যেমন- কারো মাঝে কোন দোষ থাকলে তার পিতাকে বা কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে অবহিত করা, অথবা বিচারক ঘুষ নিলে তার সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা, যাতে পিতা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং কর্তৃপক্ষ ঘুষ গ্রহণকারী বিচারককে পদচ্যুত বা সাবধান করবেন, এতে সকলের উপকার হবে। -(*মাতালেবুল মোমেনীন, আইনুল এলেম, সীরাতে আহমদিয়া, রদ্দুল মোহতার, তানবীরুল আবসার, এহইয়াউল উলূম, নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস শরহে মুসলিম লিইমাম নববী*)

★ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন -

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا

"মানুষ খারাপ ব্যাপারটি বলুক তা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র" (*সূরা আন-নিসা ৪:১৪৮*)

★ কুফার গভর্নর হযরত সাদ (রা)-র বিরুদ্ধে অনেক ব্যাপারে জনগণ খলীফা হযরত উমার (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু)-র নিকট নালিশ করলো। একটি অভিযোগ এই ছিল যে, তিনি উত্তমরূপে নামায পড়েন না এবং নামাযের কিরাআত ঠিকমত পড়েন না। খলীফা তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করে হয়ত আম্মার (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে তদস্থলে গভর্নর নিয়োগ করেন (*বুখারী, বাব কিরাআতিল ইমাম ওয়াল-মামুম*)। এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, মানুষকে দোষ-ত্রুটিমুক্ত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা বৈধ। তা না হলে হযরত উমার (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) কুফাবাসীদের নালিশ শুনতে প্রস্তুত হতেন না। কারণ গীবত শোনাও গীবত করার সমতুল্য। হাদিসে আছে-

اَلْمُسْتَمِعُ شَرِيكُ الْمُغْتَابِينَ

গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীর গোনাহে অংশীদার। (*খাযানাতুর রেওয়ায়াত*)

★ সিরিয়ার গভর্নর হযরত ওমর রদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'এখানে আবু জানদাল নামে এক ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে গেছে'-তার এ চিঠি লেখার উদ্দেশ্য ছিল, যেন উক্ত ব্যক্তিকে সংশোধন-স্বরূপ সতর্ক করে একটি পত্র পাঠানো হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করে, সূরা মুমীনের ১-৪ আয়াত একটি পত্রে লিখে পাঠানো হয় এবং আবু জানদাল আয়াত পড়ে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এবং মদ্যপান পরিহার করে তওবা করেন। (*ইমাম গাযালীর ইহয়া উলুমিদ-দীন, অধ্যায় গীবত*)

★ হযরত মু'আয (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন নামাযে ইমামতি করতেন, তখন বড় সূরা তিলাওয়াত করতেন। একদিন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে হযরত মু'আয (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে অভিযোগ করে বললেন, তিনি নামাযে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করেন। এতে মুক্তাদীদের খুবই কষ্ট হয়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অভিযোগ শুনে হযরত মু'আয (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে নসীহত করলেন- হে মু'আয! তুমি সঙ্কট সৃষ্টিকারী! তুমি মানুষকে সংকটে ফেল! নামাযে সূরা ওয়াল্লাইল এবং এবং সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা'র উপরই পরিতৃপ্ত হও। দীর্ঘ কিরাআত তিলাওয়াত করো না। (*আবু দাউদ- আদেল্লা অধ্যায়*)

❑ **মানুষের পাপাচার এবং তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য গীবত বৈধ:** কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির শাস্তির কথা উল্লেখ করে কাউকে সতর্ক করা জায়েয। মানুষকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে জীবিত অথবা মৃত কারো গীবত করা এবং গীবতের শাস্তির উল্লেখ বৈধ। যেমন বলা- অমুক জাহান্নামের উপযোগী। কেননা, সে কৃপণ। উদ্দেশ্য, সে যেন কৃপণতা থেকে আত্মরক্ষা করে চলে। অথবা বলা, অমুক জীবতকালে অনেক বেশী গুনাহ করত, মৃত্যুর পর সে আযাবে পতিত হবে। অথবা বলা, অমুক কবরে আযাব ভোগ করছে। কেননা, সে অমুক গুনাহ করেছিল। অথবা বলা, মৃত্যুর পর অমুকের চেহারা কালো হয়ে গেছে। কেননা, সে অমুক গুনাহ করত। অথবা বলা, আমি অমুককে আযাবে পতিত দেখতে পেয়েছি। এরূপ বলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উপদেশ প্রদান উদ্দেশ্য। সুতরাং এতে গীবত হবে না।

★ ইবনু ‘আব্বাস (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুটি কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই এ দু‘জন কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে বড় কোন গুনাহের কারণে কবরে তাদের আযাব দেয়া হচ্ছে না। এই কবরবাসী প্রস্রাব করার সময় সতর্ক থাকত না। আর ঐ কবরবাসী গীবত ক‘রে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি কাঁচা ডাল আনিয়ে সেটি দু‘টুকরো করে এক টুকরো এক কবরের উপর এবং এক টুকরো অন্য কবরের উপর গেড়ে দিলেন। তারপর বললেনঃ এ ডালের টুকরো দু‘টি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই তাদের শাস্তি কমিয়ে দিবেন। (*সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬০৫২*)

★ এক আনসারীর বোন মৃত্যুবরণ করে। বোনকে দাফন শেষে ঘরে ফিরে আসলে তার স্মরণ হল, তিনি কবরে একটি থলিয়া ফেলে এসেছেন। তিনি কবর খুঁড়ে নিজের ফেলে আসা থলিয়া বের করে নিতে চাইলেন। কবরের পার্শ্ব খুঁড়তেই তিনি দেখতে পেলেন, কবর আগুনে ভর্তি হয়ে আছে। তাঁর বোনের খুবই কষ্ট হচ্ছে। তিনি অনতিবিলম্বে কবর বন্ধ করে ঘরে এসে মায়ের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তাঁকে বোনের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। মা বললেন, তোমার বোনের এমন কোন দোষ ছিল না, তবে সে চোগলখোরীতে অভ্যস্ত ছিল; নামায শেষ ওয়াক্তে পড়ত এবং পবিত্রতা লাভে কমতি করত। সম্ভবতঃ এ কারণেই তার উপর আযাব হচ্ছে। (*তাম্বীল গাফেলীন-আযাবিল কবর অধ্যায়*)

❑ **লজ্জা দিয়ে পাপ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে গীবত বৈধ:** কোনো ব্যক্তি কোনো দোষের কাজে লিপ্ত থাকলে-এ উদ্দেশ্যে তার গীবত বৈধ যে-লোকেরা জেনে ফেলছে; এ ভয়ে সে উক্ত দোষ পরিহার করবে।

★ আবূ হুরায়রাহ (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, যাও ধৈর্য্য ধরো। অতঃপর সে দুই বা তিনবার এভাবে এসে অভিযোগ করলে তিনি বললেনঃ তুমি গিয়ে তোমার জিনিষপত্র রাস্তায় ফেলে রাখো। অতঃপর সে তার জিনিষপত্র রাস্তায় ফেলে রাখলে লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে লাগলো এবং সে তাদেরকে তার প্রতিবেশীর খবর জানাতে থাকলো। লোকেরা তাকে অভিশাপ দিতে লাগলো, আল্লাহ তোমার এরূপ এরূপ করুন। তার প্রতিবেশী তার নিকট এসে তাকে বললো, তুমি ফিরে যাও। ভবিষ্যতে তুমি আমার পক্ষ হতে এরূপ কিছুর পুনরাবৃত্তি দেখবে না। (*সুনানে আবু দাঊদ, হাদিস নং ৫১৫৩)*

তবে কাউকে হেয়-প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে, লজ্জা দিয়ে কারো গীবত করা হয়; তবে তা হারাম। ইসলামের বৈশিষ্ট্য এটাই যে, এখানে সমাধানের জন্যে শরীয়াহ আপনাকে ছাড় দেবে, কিন্তু কারো সম্মান কিংবা মানহানির উদ্দেশ্যে কোনো অরাজকতা, সমালোচনা, বা গীবতের জন্যে ইসলাম আপনাকে ছাড় দেবে না। হ্যাঁ, এটাই ইসলাম। আর এটাই ইসলামের সৌন্দর্য।

❑ **ফতোয়া জানার উদ্দেশ্য গীবত বৈধ:** ফতোয়া জানা। মুফতী বা আলেমের নিকট গিয়ে বলবে, 'আমার পিতা আমার ভাই বা আমার স্বামী অথবা অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি এই অন্যায় আচরণ করেছে। তার কি এমন করার কোনো অধিকার রয়েছে? (এমন করার অধিকার যদি না থাকে) তবে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং অন্যায়ের প্রতিকার করার ও নিজ অধিকার অর্জনের উপায় কী?'

অনুরূপ আবেদন পেশ করে এরূপ বলা প্রয়োজনবশত বৈধ। তবে সতর্কতামূলক ও উত্তম পন্থা হলো, নাম না নিয়ে যদি বলে, 'এক ব্যক্তি বা লোক বা স্বামী এমন করেছে-সে সম্পর্কে আপনি কী বলেন?' নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম না নিয়ে এরূপ বললে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে। তথাপিও নির্দিষ্ট করে নাম নিয়ে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা বৈধ। যেমন:

★ একদিন উতবা বিন রবীয়ার কন্যা হিন্দা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন-হে আল্লাহর রাসূল, (আমার স্বামী) আবূ সুফিয়ান কৃপণ ব্যক্তি। তার সম্পদ থেকে যদি

আমার সন্তানদের খেতে দিই, তা হলে কি আমার গুনাহ হবে? তখন তিনি বললেন, যদি তুমি তাদের ন্যায়সঙ্গত পন্থায় খেতে দাও, তা হলে তোমার কোনো গুনাহ হবে না। (*সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৪৬০*)

উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীস অনুসারে গীবতের এই পন্থাকে জায়েয করেছেন। এখানে হিন্দার, তার স্বামীর ত্রুটি বর্ণনা করাটা গীবত হলেও তার উদ্দেশ্যে ছিল সমাধান কিংবা মাসআলা জানা।

আর তাই কোনো আলেম বা মুফতীর নিকট কোনো মাসআলা জানার উদ্দেশ্যে গীবত করলে তা জায়েয হবে।

❑ **কারো অনিষ্টতা থেকে বাঁচানোর নিয়তে গীবত করা বৈধ:** সমাজ-পরিবার কিংবা অফিসের কোনো খারাপ ব্যক্তি-যার দ্বারা কেউ কিংবা কোনো কাজ বাধাগ্রস্ত হতে পারে; এমন স্বভাবের ব্যাপারে ব্যক্তির অবর্তমানে অন্যদের কাছে তার নেতিবাচক দিক নিয়ে সতর্ক করতে গিয়ে যে গীবত হবে, তা জায়েয।

★ হযরত আয়েশা রদ্বিআল্লাহু আনহা বলেন- একদিনের ঘটনা। আমি নবীজী(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর খিদমতে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে দেখলাম, সামনে থেকে এক লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। রাস্তায় থাকাকালীন নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে বললেন, লোকটি তার গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি। হযরত আয়েশা রদ্বিআল্লাহু আনহা বলেন, এ-কথা শুনে আমি একটু সতর্ক হয়ে বসলাম; কারণ দুষ্ট লোক থেকে সতর্ক থাকা উচিত। তারপর লোকটি যখন মজলিসে এসে বসল, নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে স্বভাব অনুযায়ী সদাচরণ করলেন।

লোকটি চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা রদ্বিআল্লাহু আনহা নবীজীকে জিজ্ঞেস করলেন- ইয়া রসূলুল্লাহ(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার ভাষ্যমতে লোকটি গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি, অথচ সে আপনার মজলিসে বসল আর আপনি তার সঙ্গে এত সুন্দর ব্যবহার করলেন; এর কারণ কী?

নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করলেন-দেখো, লোকটি আসলেই ভয়ঙ্কর, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা তার স্বভাব। মানুষ তার থেকে পালিয়ে বাঁচে। তার সঙ্গে যদি সুন্দর

ব্যবহার করা না হয়, তা হলে সে এসে ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমি তার সঙ্গে অভ্যেস মাফিক সুন্দর ব্যবহার করলাম। (*তিরমীযী শরীফ, হাদীস: ১৯৯৬)*

হাদীসটির ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশাকে যে বললেন, 'লোকটি গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি' সাধারণ দৃষ্টিতে এটি একটি গীবত হয়েছে। যেহেতু মন্তব্যটি তার অনুপস্থিতিতে হয়েছে, তবুও এটা জায়েয। কারণ এর দ্বারা নবীজী(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর উদ্দেশ্য ছিল, লোকটির অনিষ্টতা থেকে আয়েশা রদ্বিআল্লাহ আনহাকে সতর্ক করা; যেন আয়েশা রদ্বিআল্লাহু আনহা লোকটির কোনো ফ্যাসাদের শিকার না হন। সুতরাং হাদীস থেকে বুঝতে পারলাম, কেউ সত্যিকারের ক্ষতিকারক ব্যক্তি হলে, তার ব্যাপারে গীবত করলে; তা জায়েয হবে।

❑ **প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত বৈধ:** প্রকাশ্যে কেউ পাপাচার করলে বা বিদআতে লিপ্ত থাকলে তার ভ্রান্তির কথা বলা। যেমন প্রকাশ্যে মদপান করলে, অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করলে, জোরপূর্বক ট্যাক্স বা চাঁদা আদায় করলে, অন্যায়ভাবে যাকাত ইত্যাদি উসুল করলে, অন্যায় কাজের নেতৃত্ব করলে-কেবল তার সে প্রকাশ্য অন্যায়ের কথা উল্লেখ করা বৈধ হবে।

এক হাদীসে এসেছে, হাদীসটির সঠিক অর্থ অনেকেই উদ্ধার করতে পারে না। হাদীসটি হলো: রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

لا غيبَةَ لِفَاسِقٍ ولا مجاهر

অর্থ: ফাসেক ও প্রকাশ্য গুনাহকারীর গীবত করলে তা গীবত হিসেবে বিবেচিত হবে না। (*জামেউল উসুল, খণ্ড ০৮, পৃষ্ঠা ৪৫০*)

হাদীসটির অর্থ অনেকে উল্টো করে থাকেন। তাদের ধারণা কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির অথবা বিদআতে অভ্যস্ত ব্যক্তির গীবত যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আলোচনা করা যাবে। এতে কোনো গুনাহ নেই, এটা জায়েয হবে।

মূলত হাদীসটির অর্থ এটা নয়; বরং হাদীসটির মর্মার্থ হলো, প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত করা যাবে।

যেমন: মদ্যপান, প্রকাশ্যে মদপান যার জন্য নিতান্তই মামুলী ব্যাপার; এ রকম ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ যদি বলে, অমুক মদপান করে; তা হলে এটা গীবত হবে না। কেউ ঘুষ খায়, তার ব্যাপারে কাউকে বলা হলে-সে ঘুষ খায়, এটা গীবত হবে না।

কিন্তু যেসব দোষ উক্ত ব্যক্তি গোপন রাখতে চায়, সেসব দোষ নিয়ে যদি আপনি তার অনুপস্থিতিতে ঘাটাঘাটি করেন-তা হলে তা গীবত হবে। সে প্রকাশ্যে মদ খায় ঠিক, তবে তার এমন আরও একটি গুনাহ আছে; যা সে প্রকাশ্যে করে না, গোপনে করে। কিন্তু সে মানুষের সামনে তার এই গুনাহটি প্রকাশ করতে রাজি নয়। গুনাহটিও এমন যে, এর কারণে অন্যদের ক্ষতি হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে তার উক্ত গুনাহের কথা আলোচনা জায়েয হবে না; বরং এটা তখন গীবত হবে।

❑ **প্রকৃত অবস্থা অবহিত হওয়ার উদ্দেশে গীবত বৈধ:** প্রকৃত অবস্থা জানার উদ্দেশে কারো দোষ বর্ণনা করা, তার দুষ্কর্ম প্রকাশ করা বৈধ। যেমন- সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে অন্যদের দোষ বর্ণনা করতেন। কখনও তাদের দুষ্কর্মের কথাও প্রকাশ করতেন। কিন্তু কোন মুসলমানকে অপমান অপদস্থ করা তাঁদের উদ্দেশ্য হত না। বরং উদ্দেশ্য হত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টা শুনে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করবেন এবং আলোচ্য বিষয়ে অবহিত করবেন।

★ এক ব্যক্তি নিবেদন করল, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক মহিলা খুব নামায পড়ে, রোযা রাখে, কিন্তু নিজের প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি এরশাদ করলেন, সে মহিলা জাহান্নামী। এর পর সে লোক নিবেদন করল, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক মহিলা সব ধরনের ইবাদতই করে এবং প্রতিবেশীদেরকেও কষ্ট দেয় না, তিনি এরশাদ করলেন, সে জান্নাতী। (*মিশকাত-আশাশাফকাতু আলাল খালক অধ্যায়*)

কারো কারো মতে, দ্বীনী বিষয়ে কোন লোকের গীবত এবং দোষ বর্ণনায় কোন ক্ষতি নেই। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রদ্বিআল্লাহু আনহুম)ও অনেকের আমল সম্পর্কে গীবত করেছেন এবং তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে অনেক হাদীসও বর্ণিত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, দ্বীনী বিষয়েও কারো উপকার সাধনের উদ্দেশে গীবত করা যেতে পারে। অন্যথায় শুধু শুধু কারো গীবত বৈধ নয়।

❑ **নির্লজ্জের গীবত বৈধ:** যে প্রকাশ্যে সর্বপ্রকার অন্যায়ে লিপ্ত থাকে, এমন নির্লজ্জের গীবত বৈধ। যদি কেউ তাকে মন্দ বলে তাতেও সে প্রভাবান্বিত হয় না, লজ্জা তার কাছে ঘেঁষে না, তার থেকে বহু যোজন দূরে পালায়। কবির ভাষায়- বলা হয়, তার গীবত বৈধ, যদি কেউ প্রকাশ্যে মহা অপরাধ সংঘটিত করে। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম হযরত হুসাইন (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হন্তাদের গীবত করতেন এবং তাদের সম্পর্কে ভর্ৎসনা তিরস্কারপূর্ণ উক্তি করতেন। এর কারণ, তারা ছিল লজ্জাহীন। নিজেদের অপকর্মকে তারা প্রজ্ঞা কৌশল বলে মনে করত। (*এহইয়াউল উলূম, আইনুল এলেম, সীরাতে আহমদিয়া, দোররে মোখতার, রদ্দুল মোহতার [শামী], মাতালেবুল মোমেনীন*)

★ হাদিসে আছে -

مَنْ اَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غَيْبَةَ لَهْ

- যে লজ্জার পর্দা ছুঁড়ে ফেলে, তার গীবত বৈধ। (*আবুশ শায়খ (রঃ)-এর সূত্রে শরহে আইনুল এলেম*)

★ হযরত শেখ সা'দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিন ব্যক্তির গীবত বৈধ।
(১) নির্লজ্জ
(২) জালেম শাসক
(৩) যে গোপনে অন্যায় করে এবং মানুষের ক্ষতি করে

❑ **যদি কারো প্রাণনাশের আশঙ্কা হয় তখন গীবত করা বৈধ:** কারো উপর কোনো ধরনের আক্রমণ আসতে পারে-এমন অবস্থার অপরে দোষ বর্ণনার প্রয়োজন পড়তে পারে। যেমন আপনি দেখলেন, একজন আরেকজনকে খুন বা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ অবস্থায় আপনি চোখ বুজে থাকতে পারবেন না; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলে দিতে হবে, তোমার জীনহুমকির সম্মুখীন-এতে সে নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ পাবে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে গীবত বৈধ হবে।

❑ **মুসলিমদের খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা এবং উপদেশ দেওয়া:** এটা কয়েকভাবে হতে পারে-

ক. হাদীসের বর্ণনা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে যেসব ব্যাক্তির দোষ-ত্রুটি রয়েছে যাচাই-বাছাই করে তা বলে দেওয়া। উম্মাহর ইজমার ভিত্তিতে এটা শুধু জায়েযই নয়, বরং বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থায় ওয়াজিব। সাক্ষীর দোষ কর শুকাশ করা-সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ বৈধ; বরং প্রয়োজনবশত এরূপ করা অত্যাবশ্যক।

খ. কোনো ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক জোড়ার জন্যে, কোনো ব্যবসায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে, কারো কাছে আমানত রাখার জন্যে, কারো সাথে লেনদেন করার মানসে, অথবা কারো প্রতিবেশী হওয়ার জন্যে পরামর্শ চাওয়ার আর উদ্দেশ্যে-সে ক্ষেত্রে যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, তার উচিত প্রকৃত অবস্থা খুলে বলা; বরং হিতাকাঙ্ক্ষী মনোভাব নিয়ে যত দোষ-ত্রুটি থাকবে সব ব্যক্ত করে দেওয়া।

অনুরূপ যখন কোনো দ্বীনী জ্ঞানপিপাসুকে দেখবে, সে কোনো বিদয়াতী ও মহাপাপী লোকের নিকট জ্ঞানার্জন করতে যাচ্ছে এবং আশংকা বোধ করবে যে, সেই বিদয়াতী ও ফাসেক (মহাগুনাহগার) দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তখন আবশ্যিকভাবে তাকে সে অবস্থা ব্যক্ত করে তার উপকার সাধন করবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, এর পেছনে তার উদ্দেশ্য যেন হিতাকাঙ্ক্ষীমূলক হয়। এ জির ব্যাপারটি এমন, যেখানে সাধারণত অনেকেই ভুল করে বসে। কখনো বক্তা, হিংসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে-রকম কথা বলে ফেলে। শয়তান ব্যাপারটাকে গোলমাল করে দেয় এবং তার মাথায় গজিয়ে দেয়, সে হিত-উদ্দেশ্যেই এই কাজ করছে (অথচ বাস্তবতা তার বিপরীত)। এজন্যে মানুষের সাবধান থাকা অত্যন্ত জরুরী।

গ. যখন কোনো উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার, গভর্নর বা শাসক সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন না করে হয় তার অযোগ্যতার কারণে কিংবা পাপাচারী বা উদ্দাসীন থাকার কারণে-উক্ত অবস্থায় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনেতার কাছে তার স্বরূপ তুলে ধরা একান্ত কর্তব্য; যাতে সে তার স্থানে অন্য উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ করতে পারে, কিংবা ন্যূনতম পক্ষে তার সম্পর্কে জানা থাকবে এবং সে অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করে তার প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকবে, সাথে সাথে তাকে সংশোধন হওয়ার জন্যে উৎসাহিত করবে, তারপর হয়তো তাকে পরিবর্তন করে দেবে।

কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিষয়ে দায়িত্বশীল করা হলো, কিন্তু সে তা পালনে অক্ষম অথবা সে ওই পদের অনোপযুক্ত অথবা সে দুর্নীতিগ্রস্ত বা অলস ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে তার ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে সে বিষয়গুলো অবগত করা জায়েয; এতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার সম্পর্কে অমূলক ধ্যান-ধারণা বা ধোঁকায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে।

❑ **দৈহিক ত্রুটির পরিচয় দিয়ে গীবত বৈধ:** কোনো ব্যক্তিকে তার বিশেষ উপাধি বা তার কোনো দৈহিক ত্রুটির বর্ণনা করে পরিচয় দেওয়া বৈধ। যেমন রাতকানা, পঙ্গু, অন্ধ, বধির, ট্যারা ইত্যাদি- এভাবে কারো পরিচয় দেওয়া বৈধ। তবে কাউকে হেয় করা বা অসম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এসব শব্দ ব্যবহার হারাম। এসব ত্রুটির বর্ণনা ছাড়াই কোনোভাবে পরিচয় দিতে পারলে-তা-ই উত্তম।

উদাহারণ-স্বরুপ একই এলাকায় দুজন জসীম নামের মানুষ রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন অন্ধ; আর তাই এলাকায় সে অন্ধ-জসীম নামে পরিচিত। এখন কেউ যদি এসে উক্ত এলাকায় জসীম নামে কাউকে খোঁজ করে, তা হলে স্বাভাবিকই এটা জিজ্ঞেস করা যাবে; কোন জসিম- অন্ধ জসীম না ভালো জসীম? এটা শুধু পরিচিতির ক্ষেত্রে। কোনোভাবেই হেয়-প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কারো ত্রুটি বর্ণনা করা যাবে না, করলে এটা গীবত হয়ে যাবে।

❑ **রাজদরবারে নিম্নস্থদের জুলুমের অভিযোগ করে বিচার প্রার্থনা:** কোন বিচারক, মুফতী, সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী বা পদস্থ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কারো উপর জুলুম করলে মজলুম নিজের অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিকার প্রার্থনা করে অভিযোগ দায়ের করা বৈধ। কেননা, শাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের না করলে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। উপরন্তু শাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের করলে হয়ত অত্যাচারী কর্মকর্তা কর্মচারীকে পদচ্যুত করা হতে পারে, এতে সবাই তার জুলুম থেকে রক্ষা পাবে।

★ কেন্দা গোত্রের এক ব্যক্তি এবং হাযরামাউত শহরের দুই অধিবাসীর মাঝে কথা কাটাকাটি হয়। হাযরামাউতের অধিবাসীদ্বয় কেন্দা বংশীয় লোকটির পিতার নামে রসূলুল্লাহ, সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে অভিযোগ করে, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর পিতা আমার অমুক ভূমিখণ্ড জবরদখল করে নিয়েছে। আপনি আমার ভূমিখণ্ড নিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীয়ত মোতাবেক। আলোচ্য মোকদ্দমার ফয়সালা করে দেন। (*আবু দাউদ- দাআবী অধ্যায়*)

❑ **অবৈধ গীবতের সংজ্ঞা:** উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে জানা গেল, কয়েক প্রকার গীবত বৈধ এবং প্রত্যেক প্রকার সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। শরীঅতে যে গীবত হারাম তা হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির গীবত করা, যে প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত নয়, তার দ্বারা মানুষের কোন প্রকার ক্ষতিও হয় না, সে নির্লজ্জও নয় এবং গীবত দ্বারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য; যে গীবত দ্বারা দ্বীনী কোন উপকারিতা লাভ উদ্দেশ্য নয়, শুধু এরূপ

গীবতই শরীঅতে হারাম করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অপরিচিত অনির্দিষ্ট ব্যক্তির গীবত বৈধ। আর যে খোলামেলা বা পর্দার অন্তরালে গোনাহে লিপ্ত, তার গোনাহ দ্বারা মানুষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন ব্যক্তির গীবত বৈধ। অনুরূপ হেয় প্রতিপন্ন করা নয়; বরং দুঃখ প্রকাশার্থ বা কোন বৈধ উপকারিতা লাভের জন্য কারো গীবত করা, উদাহরণস্বরূপ নিজের অধিকার পাওয়ার জন্য অথবা কোন মাসআলা জানার জন্য, কিংবা ফতোয়ার প্রকৃতি নির্ধারণ অথবা মানুষকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে গীবত বৈধ।

তবে অবশ্যই আমাদের নিয়ত ঠিক করে নিতে হবে। যেমন কাউকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে গীবত করলে, নিয়ত শুধু তাকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যই হতে হবে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরের খবর জানেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন গীবতের মত মারাত্মক গুনাহ থেকে আমীন।

গীবতের ব্যাপারে মহিলাদের সাবধানতা

গীবত হচ্ছে মহিলাদের চারণভূমি। মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিক হারে গীবতে জড়িয়ে পড়ে। যেমন- যখনই কয়েকজন মহিলা একত্রিত হয়, তখন তারা প্রায়ই সমালোচনা বা গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়। তারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে সমালোচনা করে। বিশেষ করে তাদের স্বামীদের ব্যাপারেও তারা নানা মন্তব্য করে থাকে। যেমন- একে অপরকে বলতে থাকে আমার স্বামী এরকম এরকম, আমাকে এটা দিয়েছে ওটা দেয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের গোপনীয় বিষয় পর্যন্ত বলাবলি করতে লজ্জাবোধ করে না। এ কাজের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়া এবং বেশি বেশি অভিশাপ দেয়া, এটা মহিলাদের জাহান্নামী হওয়ার প্রধান কারণ।

★ একদা নবী (ﷺ) (মহিলাদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, "হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।" একজন মহিলা নিবেদন করল, আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কী? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, "তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।" মহিলাটি আবার নিবেদন করল, 'বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কী? তিনি বললেন, "দু'জন নারীর সাক্ষ্য একটি পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। আর (প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার) দিনগুলিতে মহিলা নামায পড়া বন্ধ রাখে।" (*মুসলিম*)

★ জাহান্নামীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। নবী (ﷺ) বলেছেন, "আমি বেহেশ্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই গরীবদের দল। আর দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা।" (*বুখারী ও মুসলিম*)

বর্তমান সময়ে দেখা যায় যে, মহিলা অভিভাবকরা যখন ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে স্কুলে যায় তখন তারা অনেকে একত্রে জমা হয় এবং তারা গীবতের মত জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। এভাবে তারা জীবনের অনেক মূল্যবান সময়কে গুনাহের কাজে ব্যয় করে থাকে। তাই এক্ষেত্রে মহিলাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তারা যখন অবসর পায় তখন তাদের উচিত ইসলামী বই-পুস্তক পড়ে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা এবং নেক আমলে লিপ্ত থাকা। তাহলে তারা অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

গীবত ও চোগলখোরীর মাঝে পার্থক্য

অনেক মানুষ মনে করে থাকে, যার মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি নেই, তার সে দোষ- ত্রুটি বর্ণনাই হচ্ছে গীবত, এই ধারণা মোটেই সঠিক নয়। গীবত হচ্ছে তা-ই, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে, সে দোষ-ত্রুটি অপরের কাছে বর্ণনা করা।

আর চোগলখোরী হচ্ছে, কারো মান-সম্মান ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে বা পরস্পরের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কারো নামে মিথ্যা দোষ-ত্রুটি প্রচার করে বেড়ানো; যা অভিযুক্ত ব্যক্তির মাঝে নেই।

★ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 'আমি কি তোমাদের হুশিয়ার করব না; চোগলখোরী কী? তা হচ্ছে কুৎসা রটানো; যা মানুষের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি করে। মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি সত্য কথা বললে সত্যবাদী লিপিবদ্ধ হয়; আবার কেউ মিথ্যা বললে মিথ্যাবাদী লিপিবদ্ধ হয়। (*সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৬৫৩০*)

কুরআন-হাদিসে চোগলখোরের সমালোচনার সাথে কঠোর হুশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক স্কলারগণ চোগলখোরীকে গীবতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তবে নিঃসন্দেহে চোগলখোরীও একটি মারাত্মক অপরাধ।

চোগলখোরী: ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির জন্যে একের কথা অপরের নিকট পৌঁছানোকে চোগলখোরী বলে। (*রিয়াদুল সালেহীন*)

★ চোগলখোরদের উদ্দেশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন— আর তুমি আনুগত্য কোরো না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির; যে অধিক কসমকারী, লাঞ্ছিত। পেছনে নিন্দাকারী ও যে চোগলখোরী করে বেড়ায়। (*সূরা আল-কালাম ৬৮:১০-১১*)

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে যারা 'পেছনে নিন্দাকারী, একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়'- তাদের নিন্দা করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে কঠিন সাবধানবাণীও শোনানো হয়েছে।

★ এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন— 'কাত্তাত (যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়) জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (*বুখারী হাদিস নং ৬০৫৬*)

ইবনে আব্বাস রদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মদীনা বা মক্কার বাগানগুলোর মধ্য থেকে কোনো এক বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দু-ব্যক্তির আওয়ায শুনতে পেলেন, যাদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছিল। তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এদের দু-জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে, অথচ কোনো গুরুতর অপরাধে তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তারপর তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এদের একজন পেশাব করতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করত না; অপর ব্যক্তি চোগলখোরী করত।' অতঃপর তিনি একটি খেজুরের ডাল আনতে বললেন এবং তা ভেঙ্গে দু-টুকরো করে প্রত্যেকের কবরের উপর এক টুকরো করে রাখলেন। তাঁকে বলা হলো- 'হে আল্লাহর রসূল, কেন এমনটা করলেন?' তিনি বললেন, 'আশা করা যেতে পারে; যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু-টি ডাল শুকিয়ে না যায়, তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে। (*সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১৬*)

গীবতের ভয়াবহতা

যে অপরাধ যত জঘন্য, সে অপরাধের শাস্তি তত কঠিন। ছিনতাইকারীর শাস্তি দুবছরের জেল হলে ডাকাতির শাস্তি পাঁচ বছর। যখম করার শাস্তি দশ বছরের জেল হলে খুন করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এভাবে নিয়মানুসারে অপরাধ বিবেচনা করে সাধারণত দুনিয়ায় শাস্তির বিধান প্রণয়ন করা হয়। শাস্তির বিধান জারি আছে বলেই আমরা অপরাধ কিংবা গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকি। শাস্তির বিধান প্রণয়ন না থাকলে যেমন সমাজে বিভেদ, বিষোদগার, অন্যায়, অনাচার বেড়ে যেত; ঠিক তেমনি জাহান্নামের শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে, আমরাও অনায়াসে সমস্ত পাপ, খারাপ ও অশ্লীল কাজ করে যেতাম।

তবে বলে রাখা দরকার, দুনিয়াবী সুখ-শান্তির সাথে যেমন জান্নাতের সুখ- শান্তির কিঞ্চিৎ অনুমান কিংবা কল্পনাও করা যাবে না; ঠিক একইভাবে দুনিয়াবী শাস্তির মতো জাহান্নামের শাস্তিও কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপলব্ধি করা যাবে না। সুখ এবং শাস্তি দুটোই আখেরাতে অসীম, অকল্পনীয়, অভাবনীয়। ঠুনকো অপরাধেও আখেরাতের আযাব প্রকাণ্ড, ভয়াবহ।

গীবত থেকে বেঁচে থাকা খুব বেশি কঠিন কাজ নয়; নিজ জবানকে নিয়ন্ত্রণ রেখে নিজের ত্রুটিগুলো বিবেচনা করলেই-এ থেকে মুক্ত থাকা যায়। গীবত থেকে বেঁচে থাকা যে সহজ এটা আমার কথা নয়, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন। একটি হাদীসে এসেছে—

★ ইবনু ‘আব্বাস (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুটি কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই এ দু‘জন কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে বড় কোন গুনাহের কারণে কবরে তাদের আযাব দেয়া হচ্ছে না। এই কবরবাসী প্রস্রাব করার সময় সতর্ক থাকত না। আর ঐ কবরবাসী গীবত ক‘রে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি কাঁচা ডাল আনিয়ে সেটি দু‘টুকরো করে এক টুকরো এক কবরের উপর এবং এক টুকরো অন্য কবরের উপর গেড়ে দিলেন। তারপর বললেনঃ এ ডালের টুকরো দু‘টি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই তাদের শাস্তি কমিয়ে দিবেন। (*সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬০৫২*)

উপর্যুক্ত হাদীসে আমরা শুধু শাস্তির কথা জেনেছি। শাস্তিটা কেমন জানতে হলে এবং কীরূপ হবে গীবতের শাস্তি-জানতে হলে, আমাদের চোখ রাখতে হবে আরেকটি হাদীসে। হাদীসটি আনাস বিন মালিক রদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

★ আনাস ইবনু মালিক (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মি’রাজের রাতে আমি এমন এক কওমের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম যাদের নখগুলো তামার তৈরী এবং তা দিয়ে তারা অনবরত তাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে আচড় মারছে। আমি বললাম, হে জিবরীল ! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেসব লোক যারা মানুষের গোশত খেতো (গীবত করতো) এবং তাদের মানসম্মানে আঘাত হানতো। (*সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৭৮*)

কত ভয়ানক হবে সেই শাস্তি, একবার কল্পনা করুন তো সে মুহূর্তটি। কোনোকিছুর আঘাতে শরীর থেকে এক টুকরো মাংস খসে গেলে তার বেদনা কেমন হয়? আর তখন তো নিজের নখ দিয়ে আচড় দিতে হবে। আর আখিরাতের শাস্তি-সেটাই-বা কেমন হওয়ার কথা।

আমরা সাধারণত কেউই দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে নই। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু-না- কিছু দোষ-ত্রুটি রয়েছেই। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সেগুলো গোপন রেখেছেন। আবার যদি আল্লাহই আমাদের দোষ তালাশ করা শুরু করেন, তবে কি আমরা কোথাও পালিয়ে বাঁচতে পারব? আদৌ না। গীবত করলে, কারো দোষ তালাশ করলে আল্লাহও সে ব্যক্তির দোষ তালাশ করেন। হাদীসে এসেছে-

★ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-হে সেসব লোক, যারা কেবল মুখেই ঈমান এনেছে কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা মুসলিমদের গীবত কোরো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটি তালাশ কোরো না। কারণ যারা তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে; আল্লাহও তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করলে, তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন। (*সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৮০*)

চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ যদি আপনার বা আমার দোষ অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেন, তা হলে আমাদের কোথাও লুকিয়ে বাঁচার সম্ভাবনা নেই। ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাকলেও, সেখানে আল্লাহ আমাদের অপদস্থ করবেন (আল্লাহুম্মাগফিরলি)। আর এটা তাঁর জন্য সামান্য ব্যাপার (আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান্নার)। তাই গীবতের মত ভয়াবহ গুনাহ থেকে আমরা সব সময় আল্লাহ তা'আলার কাছে পানাহ চাইবো ইন শা আল্লাহ্।

গীবতের কারণ ও তার প্রতিকার

❑ **ঈর্ষা:** গীবতের একটি কারণ ঈর্ষা। কেননা, মানুষ যখন অন্তরে কারো প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে, তখন সে সদা সর্বদা ঈর্ষিত ব্যক্তির গীবত করেই সময় অতিবাহিত করে।

ঈর্ষার প্রতিকার: অন্তরে কারো প্রতি ঈর্ষার সৃষ্টি হলে তা বের করে ফেলা আবশ্যক। সাথে সাথে নিজের রসনাকেও প্রতিরোধ করে রাখবে। ঈর্ষাবশতঃ অন্যের গীবত করে, দোষত্রুটি চর্চা করে নিজের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করবে না। সাথে সাথে এও মনে করবে, অন্যের প্রতি ঈর্ষা পোষণ কবীরা গোনাহ। সুতরাং এ থেকে অন্তর পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখা কর্তব্য। যদি কারো প্রতি মন প্রসন্ন না হয় তা হলে যথাসাধ্য তার গীবত ও নিন্দাচর্চা থেকে নিজের রসনা নিয়ন্ত্রণে রাখবে। যাতে অন্ততঃ রসনা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। কেননা, কারো দ্বারা এক গোনাহ অনুষ্ঠিত হলে এ পন্থা দ্বিতীয় গোনাহে জড়ানো থেকে উত্তম।

❑ **গল্পের আসর:** গীবতের আরেকটি অন্যতম কারণ হলো গল্প গুজব। গল্পের আসরে সব থেকে বেশি গীবত হয়ে থাকে। হাসির ছলে আমরা জেনে বা না জেনে অন্যের গীবত করে ফেলি।

প্রতিকার: গীবত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন আসর পরিহার করতে হবে। কোন কারণে যদি এমন মজলিসে যাওয়া ও হয় তাহলে অন্যদের নিয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্য কেউ যদি গীবত করে তাহলে যার নামে গীবত করা হচ্ছে বা যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে তার ভালো কোন দিক নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেওয়া। অথবা চুপ থাকা, নিরু উৎসাহিতা প্রকাশ করা। এতে করে বাকিরা বুঝতে পারবে আপনি ঐ গল্পে আগ্রহী নন।

❑ **ক্রোধ:** ক্রোধ বা রাগের সময় মানুষ সব থেকে বেশি গীবত করে থাকে। রাগ মূলত শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আর রাগের সময় অন্যের গীবত করে ফেলে।

প্রতিকার: রাগকে শত্রু মনে করে তা দমন করার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে।

"আর যদি তোমার মনে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা আসে তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।" (*সূরা আল-আরাফ ৭:২০০*)

এবং ক্রোধ সংবরণকারীগণ এবং মানুষদেরকে ক্ষমাকারীগণ, আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন। (*সূরা আলি-ইমরান ৩:১৩৪*)

⋆ ক্রোধের সময় অযু করা যেতে পারে, কেননা ক্রোধ আগুনের একটি কণা, এটাকে পানি দ্বারা নিভানো যায়।

⋆ দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়তে হবে আর বসা অবস্থায় থাকলে শুয়ে পড়লে ক্রোধ কমার সম্ভাবনাতে থাকে ইন শা আল্লাহ্।

⋆ ক্রুদ্ধ অবস্থায় চুপ থাকা

★ কুতায়বা (রহিমাহুল্লাহ) ..... আবদুল্লাহ ইবন আমর রদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে চুপ রইল সে নাজাত পাইল। (*সহীহ, সহিহাহ ৫৩৫, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ২৫০১*)

⋆ যারা রাগ দমন করে ও যারা ক্ষমা করে তাদের পুরস্কারের কথা স্মরণ করতে হবে তাহলে মনে সবর আসবে ইন শা আল্লাহ্।

❑ **অন্যের কাছে ভালো হতে চাওয়া:** মানুষ অনেক সময় অন্যের কাছে ভালো হতে গিয়ে বা নিজেকে ভালো প্রমাণ করতে যেয়ে গীবত করে ফেলে, যেমন: এক পক্ষের সামনে অন্য পক্ষের দোষের কথা বলা বা এক পক্ষকে ঠিক এবং অপর পক্ষকে ভুল বলা ইত্যাদি।

প্রতিকার: মানুষের কাছে ভালো হতে চাওয়া টা বোকামি, কারন অন্যের কাছে পছন্দিয় না বরং আমাদের আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দিয় হতে হবে। হতে পারে কেউ মানুষের কাছে খুব ভালো কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে পছন্দ করেন না, তাহলে আসলে কোন ফায়দাই নেই।

❑ **যে সামনাসামনি গালি দেয় তার প্রতি ক্ষিপ্ত হওয়া এবং তার অনুপস্থিতিতে গীবত করা:** কেউ সামনাসামনি গালি দিলে নিজের মনকে নিবৃত্ত রাখবে, তাকে ক্ষমা করে দেবে এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্বক সাহসিকতা বীরত্ব প্রদর্শন করবে।

প্রতিকার: আমরা একটা হাদিস দেখবো ইন শা আল্লাহ্

★ একদা সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে গালি দেয়। তিনি চুপ থাকেন, লোকটি আবারও গালি দেয়। এবারও তিনি নীরবতা অবলম্বন করেন। সে তৃতীয় বার গালি দিলে হযরত আবু বকর (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) ও তাকে গালি দেবার ইচ্ছা করেন। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিস ত্যাগ করতে উদ্যত হন। এ দেখে হযরত আবু বকর (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন? অথচ আমি বাড়াবাড়ি কিছুই করিনি। সে তিন বার পালি দেয়ার পর আমি তার জবাব দিতে ইচ্ছা করেছি মাত্র। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি যতক্ষণ নীরব ছিলে, ততক্ষণ তোমার তরফ থেকে এক ফেরেশতা গালিদাতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলছিল। যখন তুমি তার জবাব দেবার ইচ্ছা করলে, অমনি শয়তান মধ্যখানে লাফিয়ে পড়ে, এ কারণে আমি উঠে গেছি। -(*আবু দাউদ-আলবেররে ওয়াসসেলাহ পর্ব, আলইনতেসার অধ্যায়*)

★ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ

সাহসিকতা বীরত্বের ভিত্তি কুস্তি লড়াইয়ের উপর নয়; বরং ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই প্রকৃত বীরত্ব। -(*মোআত্তায়ে ইমাম মালেক-গজব অধ্যায়*)

★ হযরত আবু বকর ওয়াররাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছ থেকে ছয়টি বিষয় কামনা করেছেন, সেগুলো পূরণ করা মানুষের কর্তব্য। আল্লাহর কাম্য ছয়টি বিষয়ের দুইটি অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত—

(১) আল্লাহর নির্দেশের সম্মান
(২) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সম্মান। দুইটি বিষয় রসনার সাথে সংশ্লিষ্ট- (ক) আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্বের স্বীকৃতি প্রদান, (খ) সৃষ্টিকুলের সাথে বিনয় নম্রতা। আর দুইটি বিষয় সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট- (ক) আল্লাহর নির্দেশের উপর ধৈর্য ধারণ, (খ) সহিষ্ণুতা অবলম্বন। -(*তাযকেরাতুল আওলিয়া*)

❑ **বিরোধিতার কারণে গীবত করা:** যে কোন প্রকারে কষ্ট দিয়েছে, তার উপর ক্ষিপ্ত হওয়া, এ কারণে তার গীবত করা, জনসম্মুখে তার দোষ প্রকাশ করা, যেহেতু সে কষ্ট দিয়েছে, সেহেতু তাকেও কষ্ট দেব; এ মনোভাব বিরোধিতাজনিত কারণেই জন্মে থাকে। এরও যথাযথ প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন অত্যাবশ্যক।

প্রতিকার: কেউ কাউকে কোন প্রকারে কষ্ট দিলে তার প্রতি মন ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ হয়। মন চায়, সে আমাকে এক প্রকারে কষ্ট দিয়েছে, আমি তাকে শত প্রকারে কষ্ট দেব, কিন্তু এ অবস্থায় কষ্টদাতাকে মাফ করে দেয়া, তার প্রতি অনুগ্রহ করা, সদাচার প্রদর্শন করা আবশ্যক। তা হলে কিয়ামতের দিন আমি তার পুণ্যের ভাগী হব। আর আমি ক্ষিপ্ত হয়ে যদি তার গীবত করি তা হলে তার বদীসমূহ আমার আমলনামায় স্থানান্তরিত হবে।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সহীফাসমূহে লিখিত হিতোপদেশসমূহে এও আছে, আল্লাহ বলেন, হে বনী আদম! যে তোমার উপর জুলুম করে তাকে ক্ষমা কর, যে তোমার সাথে অন্যায় আচরণ করে তার সাথে সদাচার কর, তা হলে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং রহমত পাবে। (*রওযাতুল ওয়ায়েজীন*)

❑ **বংশ গৌরব:** বংশ গৌরব প্রকাশেরও কয়েক ধরন প্রকার রয়েছে। যেমন- নিজের বংশকে উত্তম মনে করা, অন্যের বংশ সম্পর্কে গীবত করা, অন্য মানুষের বংশধারার অনিষ্ট অপকৃষ্টতা বর্ণনা করা। সুতরাং বংশ গৌরব প্রকাশহেতুও মানুষ গীবতে জড়িয়ে পড়ে।

প্রতিকার: হযরত আবু বকর (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, কোন মুসলামন অন্য মুসলমানকে তুচ্ছ অপদস্থ গণ্য করবে না। কেননা, অন্য মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন, তুচ্ছ গণ্য করা, অপদস্থ করা হারাম। (*এহইয়াউল উলূম- যম্মুল কেবর অধ্যায়*)

প্রত্যেক মানুষেরই এ কথা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যাবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হযরত আদম ও হাওয়া (আলাইহিমুস সালাম) হতে সৃষ্টি করেছেন। যদিও মধ্যখানে আল্লাহ তা'আলা কারো বাপকে, দাদাকে ভাল বানিয়েছেন। সুতরাং বংশ বিচারে ভাল হলেও অন্যদের উপর আমাদের কোন সম্মান মর্যাদা নেই। কেননা, আমাদের সকলেরই মূল এক। আর পরিণতির বিচারে আমাদের উত্তম অনুত্তমের কথা ভাবা হলে তা একান্তভাবেই তাকওয়ার উপর ভিত্তিশীল। কারো বংশ গোত্র ভাল না হয়েও মুত্তাকী হলে সে সরল সঠিক পথের উপর রয়েছে। আর যে আল্লাহর ইবাদতে ত্রুটি করে, সদ্বংশজাত অভিজাত বংশের হলেও পরকালে সে

অনুশোচনা 'অনুতাপ করবে। সুতরাং বংশ গোত্রের কারণে কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা; তার গীবত করা নিতান্তই আহমকী কাজ।

★ বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হে লোকসকল! তোমাদের সকলেরই মাবুদ এক একক অংশীবিহীন কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন—

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَكُمْ -

তোমাদের মাঝে সে-ই বেশী মর্যাদাশীল, যে বেশী মুত্তাকী। (*তাফসীরে দোররে মনসূর*)

❑ **চালচলন এবং বুদ্ধি-বিবেচনার জন্য গর্ব:** নিজের চালচলন, আচার আচরণ ও বুদ্ধি বিবেচনাকে উত্তম ভাবা এবং অন্যের চালচলন, আচর আচরণ ও বুদ্ধি বিবেচনাকে খারাপ ভাবাজনিত গর্ব অহংকারের কারণেও গীবত করা হয়। যেমন এরূপ বলা- অমুক উদ্ভ্রান্তের মত চলে, পাগলের মত থাকে, অমুক অত্যন্ত বুক একেবারেই অভদ্র, রুচিহীন।

প্রতিকার: মনে রাখা দরকার, পরিণতির অবস্থা কারোই জানা নেই। যাকে পাগল উদ্ভ্রান্ত ভাবা হচ্ছে, হয়ত আল্লাহর নিকট সে ভাল এবং নির্বিঘ্নে জান্নাতে চলে যাবে। কেননা, পরকালীন কল্যাণ ও সফলতার ভিত্তি এবাদত নয়; বরং আল্লাহর করুণাই পরকালীন কল্যাণ আর সফলতার ভিত্তি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যারা প্রকাশ্যতঃ পাগল, উদ্ভ্রান্ত, তারাই জান্নাতের যোগ্য হয়। আর বহু লোক প্রকাশ্যতঃ খুবই উত্তম, কিন্তু আল্লাহর নিকট তারা নিকৃষ্টতর সৃষ্টি। সুতরাং কারো চালচলন, আচার আচরণ এবং কাজকর্মের গীবত করা নিজের বুদ্ধি বিবেচনা, রুচিবোধের জন্য গর্ব অহংকার করা নিতান্তই নির্বুদ্ধি তার পরিচায়ক। কেননা, বাহ্যিক ভাল মন্দের কোন গুরুত্ব নেই। এ জগত নশ্বর- অস্থায়ী। পরকালীন মন্দই প্রকৃত মন্দ। যার গীবত করা হচ্ছে, তার পরিণাম সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানা নেই। এসব তাকদীর এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিষয়। বাহ্যিক দুর্ভাগা প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্যশীল হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং অভিজ্ঞতায়ও প্রমাণিত হয়েছে, ওলীআল্লাহ এবং বিশিষ্ট বান্দাগণের অবস্থা প্রকাশ্যতঃ মন্দ এবং অসম্মানজনক মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর নিকট তাঁরা খুবই সম্মানিত।

★ এক বছর মদীনায় অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মানুষজন অত্যন্ত দুঃখক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। একদিন মদীনাবাসী ইস্তেস্কার (বৃষ্টি প্রার্থনার) নামায পড়ার জন্য বের হন। বহির্গতদের মাঝে প্রখ্যাত বুযুর্গ আলেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-ও ছিলেন। সবাই কান্নাকাটি করে দোআ করতে থাকেন, কিন্তু কারো দোআই কবুল হচ্ছে না। ইত্যবসরে এক কালো হাবশী আগমন করে। তার পরনে শুধু একখানা লুঙ্গি এবং কাঁধে একখানা চাদর

রয়েছে। সে বলতে লাগল, ইয়া আল্লাহ, ইয়া এলাহী! আমরা গুনাহগার, গুনাহের কারণে আপনি আমাদের উপর পানি বন্ধ করে দিয়েছেন। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য আপনি এ মুহূর্তে পানি বর্ষাণ। পানি বন্ধ করে আমাদেরকে কষ্ট দেবেন না। হাবশী লোকটি এ দোআ করতেই অনতিবিলম্বে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়, মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে যায় এবং যথেষ্ট পানি বর্ষিত হয়। (*এহইয়াউল উলূম-আদাবিদ দোআ অধ্যায়*)

❑ **ইবাদতের আধিক্যহেতু অহংকার:** নিজের নেক কাজের জন্য অহংকার প্রকাশ করা, অধিক ইবাদতের কারণে নিজেকে পূত পবিত্র পুণ্যশীল এবং মুত্তাকী বলে ভাবা, যারা ইবাদত করে না, অথবা কম করে, তাদেরকে জাহান্নামী ভাবা, এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তাদের গীবত করা, যেমন এরূপ বলা- অমুক লোক ইবাদত করে না, খুবই খারাপ কাজ করে, অমুক লোক খুবই খারাপ, কেননা সে খুবই ঈর্ষাপরায়ণ, অমুক লোক বড় পাপাচারী, কেননা সে দাম্ভিক অহংকারী, অমুক লোক জাহান্নামের যোগ্য, কেননা খুবই গুনাহগার, অমুক লোক যদিও বিচারক কিন্তু খুবই জালেম উল্লিখিত সবই গীবত এবং এসব গীবতের কারণ হল গর্ব অহংকার। কেননা, অহংকারবশতই গীবতকারী নিজেকে সর্বপ্রকার দোষক্রটিমুক্ত পূত পবিত্র ভাবে। অন্যদের দোষ দেখে, নিজের দোষের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। বেশী ইবাদত করার কারণে নিজেকে জান্নাতী মনে করে, ইবাদত স্বল্পতার কারণে অন্যকে তুচ্ছ অপদস্থ জ্ঞান করে।

প্রতিকার: অধিক ইবাদতে প্রবৃত্তির পবিত্রতা সাধিত হয় না। ইবাদত আধিক্যের কারণে যদিও মানুষের মধ্যে বাহ্যিক ভাল দিকগুলো এসে যায়, কিন্তু এ অবস্থায়ও আভ্যন্তরীণ ভালটা প্রকাশিত হয় না। কেননা, হয়ত অন্তর ফেরানোর মালিক আল্লাহ তা'আলা ইবাদত থেকে তার মন ফিরিয়ে দেবেন। ফলে এ অধিক ইবাদত তার জন্য ফলদায়ক হবে না। আর যে এবাদত কম করে, ইবাদত স্বল্পতার কারণে তার খারাপ হওয়া নিশ্চিত নয়। কেননা, হয়ত এ লোকই মুক্তি পেয়ে সোজা জান্নাতে চলে যাবে। কারণ, অনেক লোক সারা জীবন পাপাচারে লিপ্ত থাকে আর মৃত্যুর সময়ে আদিকালে তার ভাগ্যে আল্লাহ নির্ধারিত হিদায়াত উথলে উঠে এবং সে তওবা করে পূত পবিত্র হয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপনীত হয়।

কেউ ইবাদত করলেও এ জন্য গর্ব অহংকার লালন না করা, আনন্দিত • আহ্লাদিত না হওয়া এবং ইবাদত না করার কারণে অন্যদেরকে জাহান্নামী মনে করে তাঁদের গীবত না করা, তাদেরকে হেয়, লজ্জিত অপমানিত না করা আবশ্যক। চিন্তা করবে, কোন মানুষই গুনাহ থেকে মুক্ত নয়। কেউই নিষ্পাপ নয়। সুতরাং প্রত্যেকেই যখন কখনও কখনও গুনাহ করে বসে, তখন এ জন্য অন্যকে ভর্ৎসনা তিরস্কার করা কেন, আর তাকে মন্দ অপকৃষ্ট ভাবাই বা কেন?

★ ওমর বিন যার (রহিমাহুল্লাহ)-এর এক ফাসেক পাপাচারী প্রতিবেশী মৃত্যুবরণ করলে অধিকাংশ লোক তাকে হেয় অপদস্থ মনে করতে থাকে এবং অত্যধিক গোনাহ করার কারণে তার জানাযার নামায আদায় হতে বিরত থাকে, কিন্তু ইবনে যার (রহিমাহুল্লাহ) তার জানাযার নামায পড়েন এবং কাফন দাফনও করেন। দাফন কার্য থেকে অবসর হয়ে হযরত ইবনে যার (রহিমাহুল্লাহ) তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃতকে সম্বোধন করে বললেন; আমি জানি, তুমি তোমার সমগ্র জীবন ইসলামের উপর অতিবাহিত করেছ, জীবদ্দশায় নামাযও পড়েছ। সুতরাং এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। যদিও মানুষ বলছে- অমুক খুবই পাপাচারী গুনাহগার ছিল, কিন্তু আমি বলি, কে গুনাহগার নয়! (*এহইয়াউল উলূম-কালামুল মোহতাযেরীন অধ্যায়*)

❑ **আল্লাহর দয়া অনুগ্রহের প্রতি আস্থা:** গীবতকারীকে কেউ এ গর্হিত অপকর্ম থেকে নিষেধ করলে সে বলে, আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহীম- অতিশয় দয়ালু, ক্ষমাশীল। তিনি আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিয়ে দয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তাআলার দয়া অনুগ্রহ এবং ক্ষমা গুণের প্রতি অতি আস্থাশীল হয়েও অনেকে গীবতের মত জঘন্য গুনাহে জড়িয়ে পড়ে।

প্রতিকার: এ কথা বুঝা দরকার, আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহীম- অতিশয় দয়ালু, ক্ষমাশীল, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তিনি যে জাব্বার কাহ্হার-অতিশয় প্রতাপশালী, শক্তি ক্ষমতাধিকারী; সুতরাং তিনি যে তাঁর দয়া এবং ক্ষমাশীলতার গুণে শুধু আমাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহই করবেন, তাঁর প্রতাপ এবং নিরংকুশ শক্তি ক্ষমতা গুণ আমাদের উপর প্রয়োগ করবেন না, এর কি নিশ্চয়তা রয়েছে। নিতান্ত তুচ্ছ কোন গুনাহের কারণেও যদি তিনি আমাদেরকে পাকড়াও করেন, তা হলে আমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। পক্ষান্তরে গীবত গুনাহে কবীরা। এর জন্য আল্লাহ তাআলা কোন শাস্তিই দেবেন না এটা কোন নিশ্চিত বিষয় নয়। যদি আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দেন তা হলে আমাদের কি অবস্থা হবে? এ ভয়ে আম্বিয়ায়ে কেরাম কেমন ভীত থাকতেন? নিজেদের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি এবং পদস্খলনের জন্য কেমন কান্নাকাটি করতেন? অথচ তাঁদের জাহান্নামী হতে হবে না-এ ব্যাপারে তাঁরা আশ্বস্ত এবং নিশ্চিন্ত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁদের বর্ণিত অবস্থা। অথচ আমরা আপাদমস্তক গুনাহে ডুবে আছি, আমাদের কি অবস্থা হবে? একদিন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপর ভয়ভীতি ছেয়ে যায়, তিনি কান্নাকাটি আহাজারি করতে করতে পাহাড় জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে যান। (*এহইয়াউল উলূম- আলআম্বিয়াউল খায়েফীন অধ্যায়*)

গীবত করার সময় এও ভাবতে হবে, আল্লাহ তাআলা আপন সত্তায় অতিশয় দয়ালু, এবং ক্ষমাশীল বটে, কিন্তু গীবতের গুনাহ মাফ করা না করা বান্দার হক্ক। এ ব্যাপারে বান্দা স্বাধীন। কিয়ামতের দিন যদি কেউ কারো থেকে গীবতের হকপ্রাপ্তির ফরিয়াদ জানায়, তা হলে আল্লাহ তাআলা নিজের ইনসাফ আর ন্যায়বিচার গুণে ফরিয়াদী বান্দাকে সন্তুষ্ট করবেন।

গীবতের কাফফারা

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে যথাসম্ভব নিজের জবান সংযত রাখা, যাতে জবান দ্বারা অন্যের গীবত প্রকাশিত হয়ে নিজের দুনিয়া আখিরাত সব কিছুর বিনষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে না পড়ে। কিন্তু কারো উপর শয়তান প্রবল হয়ে গেলে তার দ্বারা যদি কোন গুনাহ সংঘটিত হয় এবং তা নিছক আল্লাহর হক্ক যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি পরিত্যাগজনিত গুনাহ হয়, তা হলে এর প্রতিকার হল, আল্লাহর দরবারে তওবা করা। কিন্তু তওবার জন্য অন্তরে লজ্জা অনুশোচনা, মুখে ইস্তেগফার ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে এ গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। বান্দা এসব শর্তের প্রতি লক্ষ্য করে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দয়া করবেন।

আর সংঘটিত গুনাহ যদি বান্দার হক্ক সংশ্লিষ্ট হয়, তবে শুধু তওবা দ্বারা মাফ হবে না। কেননা, হক্কের অধিকারী কিয়ামতের দিন তার হক্কের জন্য পাকড়াও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংঘটিত গুনাহের সাথে যে বান্দার হক্ক সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তার থেকে মাফ চেয়ে নেয়া জরুরী। সুতরাং গীবত যেহেতু বান্দার হক্ক সংশ্লিষ্ট, তাই শুধু তওবা দ্বারা তা মাফ হওয়া সম্ভব নয়; বরং যার গীবত করা হয়েছে তাকে সন্তুষ্ট করাও জরুরী।

সুতরাং গীবতের সাথে মূলত দুইটি হক্ক সংশ্লিষ্ট রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা গীবত করতে নিষেধ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, **তোমরা মানুষের গোশত ভক্ষণ করো না**। অতএব গীবতকারী এক সাথে আল্লাহ তা'আলা এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতা ও শয়তানের তাবেদারী করে। এর কাফফারা হল, গীবতের শাস্তির কথা স্মরণ করে চোখের পানি বহাবে এবং মুখে ইস্তেগফার করবে আর যেহেতু বান্দার হক্ক আছে তাই যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে মাফ চাইতে হবে।

★ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَلْغِيبَةُ أَشَدُّم من الزنا

-গীবতের গুনাহ যেনা হতেও কঠোর।

সাহাবায়ে কেরাম (রদ্বিআল্লাহু আনহুম) নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তা কেন?

★ তিনি জবাবে এরশাদ করেন-

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لا يُغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرُهَا لَهُ صَاحِبُهُ

-কেউ তওবা করলে আল্লাহর দরবারে তওবা করে, আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। পক্ষান্তরে যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করা পর্যন্ত গীবতকারী দায়িত্বমুক্ত হয় না। -(*তাফসীরে দোররে মনসূর*)

★ যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে মাফ চাওয়া সম্ভব না হলে বা মাফ চাইতে গেলে সম্পর্ক খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকলে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে গুনাহ মাফের (যার গীবত করা হয়েছে তার) দুআ করতে হবে।

★ তার ভালো দিক গুলো মানুষের সামনে পেশ করতে হবে। তার গীবত করার মাধ্যমে তার যে সন্মান হানি হয়েছে তা তার প্রশংসার মাধ্যমে পূর্ণ করার চেষ্টা করতে হবে।

★ সম্ভব হলে সরাসরি তার কাছে মাফ চেয়ে নিতে হবে। আর এটাই সব থেকে উত্তম পন্থা গীবতের কাফফারা হিসেবে।

★ যদিও আমরা জানি বান্দার হক্ক আল্লাহ তা'আলা মাফ করেন না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা চাইলে ঐ ব্যক্তি (যার গীবত করা হয়েছে) ও মাফ করে দিতে পারেন ইন শা আল্লাহ্। তাই অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার কাছে দুআ করতে হবে, তৌফিক চাইতে হবে যাতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের তৌফিক দান করেন যাতে আমরা যাদের গীবত করে ফেলেছি তাদের কাছে যেনো মাফ চাইতে পারি এবং তাদের মনে যেনো আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য দয়া মায়া সহানুভূতি তৈরি করে দেন যাতে তারা আমাদের মাফ করে দেন।

★ যার গীবত করা হয়েছে সে যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে চলে যেয়ে থাকেন তাহলে তার গুনাহ মাফের জন্য অনেক বেশি দুআ করতে হবে। তার জন্য সাদাকা করতে হবে যাতে করে সাদাকার সাওয়াব তার আমল নামায় পৌঁছে যায় ইন শা আল্লাহ্।

★ নিজেকে নিজেই জরিমানা ধরা, যেমন: নিজেকে বলা যে আজ যদি কারো গিবত করে ফেলি তাহলে ৫/১০ টাকা সাদাকা করবো বা প্রতি একজনের গীবতে দুই রাকাত করে নফল স্বলাত পরবো ইন শা আল্লাহ্।

★ এমন মজলিস বা এমন আসর পরিহার করা যেখানে গীবতের সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের যদি একা লাগে তাহলে প্রয়োজনে আমরা ইসলামিক বই পড়বো বা বর্তমানে অডিও পাওয়া যায় সীরাহর (রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী) বা ইসলামিক বই এর, আমরা ওগুলো শুনতে পারি, কিন্তু গীবত হতে পারে এমন জায়গায় যাবো না বা এমন আড্ডায় বসবো না। বা বসলেও চেষ্টা করবো গীবত থেকে বাঁচতে, গীবত হলে - যার গীবত করা হচ্ছে তার ভালো কোন দিক নিয়ে আলোচনা করবো বা কথার বিষয়বস্তু বদলিয়ে দিবো বা কোন ভাবেই গীবত আটকাতে না পারলে ঐ স্থান ত্যাগ করবো ইন শা আল্লাহ্।

★ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

-যে কারো প্রতি কোন প্রকারে জুলুম করেছে, সে জুলুম সম্মানহানি অথবা সম্পদ আত্মসাতজনিত হোক, সে দিন আসার আগেই তার তা মাফ করিয়ে নেয়া উচিত, যেদিন কোন দীনার দিরহাম থাকবে না। যদি তার কোন নেক আমল থাকে তা হলে জুলুমের বিনিময়ে তা মাজলুমকে দেয়া হবে। আর নেক আমল না থাকলে দাবীদারের বদআমলসমূহ তার উপর চাপানো হবে। -(*বুখারী-কিসাস অধ্যায়*)

গীবত ত্যাগের উপকারিতা

গীবত পরিহার করা এবং বাকশক্তিকে মানুষের নিন্দা করা থেকে বিরত রাখার মধ্যে অনেক বড় বড় উপকারিতা রয়েছে। গীবত ত্যাগকারী অনেক সম্মানের অধিকারী হয়। গীবত পরিত্যাগের কিছু উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(এক) গীবত করা মুসলমানের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে সে এক জঘন্য গুনাহ থেকে বেঁচে যায়।

(দুই) গীবত করা যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে যেনার চাইতে মারাত্মক একটি অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা করলো।

(তিন) গীবতের ফলে রোযার মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি গীবত পরিহার করলো সে তার রোযাকে রক্ষা করলো।

(চার) গীবতের দ্বারা উযুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য হানাফী মাযহাব মতে কোন ব্যক্তি উযু করার পর গীবতে লিপ্ত হলে বা মিথ্যা বললে তার পুনরায় উযু করা উচিত। ইবরাহীম নাখঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দু'টি কারণে উযু নষ্ট হয়। পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হলে এবং কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলে (*বায়হাকী*)। আয়েশা (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন, ঘুমের দ্বারা যেভাবে উযু নষ্ট হয়, তেমনিভাবে মিথ্যাচার ও গীবতের কারণেও উযু নষ্ট হয়ে যায় (*দুররে মানছুর*)। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে নিজের উযুকে রক্ষা করলো, যে উযু ছাড়া নামায পড়া যায় না, কুরআন স্পর্শ করা যায় না।

(পাঁচ) গীবত ত্যাগের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে অর্থাৎ কবীরা গুনাহ (বড় গুনাহ) থেকে বেঁচে যেতে পারে। কুরআন মাজীদে গীবতকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

(ছয়) গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী অপর ব্যক্তিকে আহত করে। সুফিয়ান সাওরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি কোন ব্যক্তির গীবত করার চেয়ে তাকে তীর দিয়ে আহত করাটা সহজতর অপরাধ মনে করি। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে অন্যকে আহত করা থেকে বিরত থাকলো।

(সাত) যে ব্যক্তি নিজের বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং মানুষের গীবত করে বেড়ায় সে পরিশেষে অপমানিত হয়। অতএব গীবত ত্যাগ করে নিজেকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

(আট) কোন ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে নিজের অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ.

"মুমিন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরাত্মায় একটি কালো দাগ পড়ে যায়" (*ইবনে মাজা*)।

অতএব কোন ব্যক্তি গীবত পরিহার করলে তার অন্তরে দাগ পড়তে পারে না। ফলে তার অন্তর নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে।

(নয়) যে ব্যক্তি গীবত করে না সে কিয়ামতের দিন লজ্জিত ও অপমানিত হবে না। কারণ সে মানুষের মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে।

(দশ)এছাড়াও মি'রাজের রাতে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই কঠিন ও ভয়ানক শাস্তি দেখেছিলেন সেই শাস্তি থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে ইন শা আল্লাহ্।

★ আনাস ইবনু মালিক (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহি 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মি'রাজের রাতে আমি এমন এক কওমের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম যাদের নখগুলো তামার তৈরী এবং তা দিয়ে তারা অনবরত তাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে আচড় মারছে। আমি বললাম, হে জিবরীল ! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেসব লোক যারা মানুষের গোশত খেতো (গীবত করতো) এবং তাদের মানসম্মানে আঘাত হানতো। (*সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৭৮*)

কিভাবে গীবত থেকে বেঁচে থাকতে পারি?

গীবতের মত মারাত্মক গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। কারণ গীবত কবিরা গুনাহ। একটু সচেতনতা আর ইচ্ছা এবং শেষ বিচার দিনের ভয়, নিজের আমলনামার সকল সওয়াব অন্যকে দিয়ে দেওয়ার ভয়, আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির ভয় মনের মাঝে ধারণ করলেই আমরা গীবত থেকে বাঁচতে পারবো ইন শা আল্লাহ্। এছাড়াও আরো কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে ইন শা আল্লাহ্।

❑ **জিহ্বা বা জবানের হেফাজত:** রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বারবার নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। কারণ, জিহ্বা হলো সকল অনিষ্টের মূল। জিহ্বার ব্যবহারে মানুষকে গালি দেওয়া হয়, জিহ্বা দ্বারা মন্দ কথা বলা হয়, জিহ্বার মাধ্যমেই মানুষের ক্ষতি করা হয়, জিহ্বা ব্যবহার করে মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন আচরণের সূত্রপাত ঘটানো হয়; মানুষের সেসব কথায় কেউ কাঁদে, কেউ-বা শিক্ষা নেয়, আবার কেউ হাসে। জিহ্বা ব্যবহার করে মানুষের মনে আঘাত করা হয়; গীবত পরনিন্দা জিহ্বারই একটি অপব্যবহার। মানুষের অধিকার নষ্ট করে কবীরা গুনাহ অর্জন করা হয়-এই জিহ্বার মাধ্যমেই।

জিহ্বা দিয়ে গোপন-প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র করা হয়। অগোচরে অন্যের দোষ চর্চা করা হয়। জিহ্বার অধিক ব্যবহারের কারণে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মামলা মোকাদ্দমার ঘটনা ঘটে। এমনকি মারামারি ও রক্তপাতের সূচনাও হয় এই জিহ্বার কারণেই। এভাবেই জিহ্বা দ্বারা হাজারো পাপাচার ও ধ্বংসের সূত্রপাত হয়।

★ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- তোমরা আমাকে দুটো অঙ্গ হেফাজতের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তোমাদের বেহেশতের সুসংবাদ দেবো। তা হলো জিহ্বা ও লজ্জাস্থান। জিহ্বা আর লজ্জাস্থানই হলো সমস্ত ক্ষতির মূল।

আর তাই গীবত পরিহারে জিহ্বার সঠিক ব্যবহারের ভূমিকা অতুলনীয়।

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থ: মানুষ এমন কোনো কথা বলে না; যা লিপিবদ্ধ করা হয় না। (*সূরা কাফ ৫০:১৮*)

জিহ্বা একটি নরম গোস্তের টুকরো হলেও এটি মহান আল্লাহ তায়ালার এক বড়ো নিয়ামত। এটি দিয়ে যেমন অগণিত সাওয়াবের কাজ করা যায়, ঠিক এর বিপরীত অসংখ্য গুনাহের কাজও এর মাধ্যমেই সংগঠিত হয়। শ্রেষ্ঠতম সম্পদ তথা ঈমান; এই জিহ্বা দিয়েই উচ্চারিত হয়, অপর দিকে কুফরীও এই জিহ্বা দিয়েই বের হয়।

❑ **নিজের রাগ বা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ:** একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা পরস্পর কুস্তিতে মত্ত ছিল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ-অবস্থায় দেখে সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিআল্লাহু আনহুমকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কুস্তিগীর কে? সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিআল্লাহু আনহুম বললেন, সে অমুক কুস্তিগীর। তার সাথে যে কুস্তিতে লড়ে সে-ই ভূপাতিত হয়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদের ওই ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দেবো না, যে এই কুস্তিগীরের চেয়েও অধিক শক্তিশালী? সে ব্যক্তি; যার উপর অন্য ব্যক্তি অত্যাচার করেছে অতঃপর সে তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করেছে; ফলে সে তার শত্রুর উপর ও তার শয়তানের উপর জয়ী হয়েছে এবং তার বন্ধুর শয়তানের উপরও বিজয়ী হয়েছে। (*আস-সহীহাহ-৩২৯৫*)

ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মেটানোর জন্য আমরা একে অপরের গীবত সবচেয়ে বেশি করে থাকি। অর্থাৎ কোনো কারণে কোনো ব্যক্তির উপর রুষ্ট হলে, উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে আমরা তার দোষ বর্ণনা করতে আরম্ভ করি। তার উপর মনের সমস্ত ক্ষোভ মেটাতে থাকি। এ ক্রোধ বা রাগ; গীবত বা পরনিন্দার অন্যতম কারণ। আর তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ব্যক্তিগত যেসব বিষয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে বলেছেন তার মধ্যে রাগ অন্যতম।

গীবত পরিহারে রাগ নিয়ন্ত্রণ একটি অবশ্য কর্তব্য। রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অনেক সময় অনিয়ন্ত্রিত এমন সব কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়; যা শুধু গীবত-পরনিন্দাই নয় বরং কুফরী পর্যন্ত চলে যায় বা যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো এবং শেখানো পথ ও পদ্ধতিই সর্বোত্তম কর্মযোগ্য। যেমন:

(এক) আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। দুজন লোক রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসে পরস্পর গালাগাল করছিল; তাদের একজনের চোখ লাল হয়ে গেল এবং শিরা ফুলে উঠল। তখন রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি একলে বাক্য জানি, যদি কেউ তা পড়ে; তার এ অবস্থা কেটে যাবে। সে বাক্যটি হলো, "আমি আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (*সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৬৮১২*)

(দুই) শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন করা। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'যখন তোমাদের কারো রাগ হয় তখন সে যদি দাঁড়ানো থাকে, তবে যেন সে বসে পড়ে। যদি তাতে রাগ চলে যায়, ভালো। আর যদি না যায়, তবে শুয়ে পড়বে। (*সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস: ৪৭৮৪)*

(তিন) অযু করা। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- 'নিশ্চয় রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে, আর শয়তান আগুনের তৈরি। নিশ্চয় পানির দ্বারা আগুন নির্বাপিত হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয়, সে যেন অযু করে। (*সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস: ৪৭৮৬)*

(চার) চুপ থাকা। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- **'**তোমরা শিক্ষা দাও এবং সহজ করো, কঠিন কোরো না। যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো-এভাবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার কথাটি উচ্চারণ করেছেন**'** । (*মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ৪৭৮৬*)

★ কুরআন ও হাদিসে রাগ দমনের একাধিক উপকারিতা বর্ণনায় এসেছে। রাগ দমনের জন্যে জান্নাতের ঘোষণা দিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- **'**তুমি রাগ কোরো না, তা হলে তোমার জন্যে জান্নাত**'** । (*সুনানে তিবরানী, হাদীস: ২১*)

★ আল্লাহ তা'আলা রাগ দমনকারীকে ভালোবাসেন। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে- **'**এবং যে রাগ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে, আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন**'** । (সূরা *আলে-'ইমরান ৩:১৩৪*)

সব রাগ নিন্দনীয়, তবে সব রাগ দোষের নয়। কিছু রাগ এমন রয়েছে, যা প্রশংসনীয়। মূলত রাগ দুই প্রকার।

নিন্দনীয় রাগ: নিন্দনীয় রাগ হচ্ছে সেসব জাগতিক রাগ, যার ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যেমনটি আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশংসনীয় রাগ: সেসব রাগ প্রশংসনীয়, যা আল্লাহ তা'আলা, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও দ্বীনের স্বার্থে করা হয়।

★ হযরত আয়েশা রদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- **'আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো নিজের কোনো ব্যাপারে কারোর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেললে, তার জন্যে যথাবিহিত শাস্তির ব্যবস্থা করতেন'** । (*আল জামে বাইনাস সহীহাইন, হাদীস: ৩১৮৪*)

মোটকথা গীবত পরিহারে আমাদের রাগ বা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য।

❑ **অনর্থক কথাবার্তা ও তর্ক বিতর্ক পরিহার:** রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- **'যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়'** (*সুনানে তিরমীজী, হাদিস নং ২৫০১*)

অর্থাৎ কম কথা বললে আর চুপ থাকলে গীবত কম হবার পাশাপাশি নাজাত বা মুক্তি পাওয়া যাবে।

আমরা যদি আমাদের সামাজিক জীবনাচরণের দিকে খেয়াল করি, তা হলে দেখব, যারা কথা বেশি বলে, অনর্থক তর্কে জড়ায়; সমাজের চোখে তাদের মর্যাদা খুব একটা উন্নত নয়। কারো কারো ক্ষেত্রে 'কথা বেশি বলা' অন্যদের নিকট মহা যন্ত্রণার কারণ বিবেচিত হয়। আর যেসব লোক কথার চেয়ে কাজের প্রতি মনোযোগী হয় বেশি, তাদের আলাদা এক মর্যাদার স্থান থাকে সবার মাঝে; ধন-সম্পদ তার যেমনই থাকুক না কেন।

যারা বেশি কথা বলে, অনর্থক তর্কে জড়ায়, তারা মানুষের গীবত, পরনিন্দায় লিপ্ত হয় বেশি। অবচেতনভাবেই তারা অনেকের গীবত করতে থাকে এবং এ গীবত, পরনিন্দার কারণে অনেক সময় কারো সম্মানহানিও করে ফেলে। কখনো আবার দুই ব্যক্তির মাঝে সম্পর্কও নষ্ট হয়। 'অহেতুক তর্ক' দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছি, যাতে দুনিয়া বা দ্বীনের কোনো রকম ফায়দা অর্জিত হয় না।

তবে অনেক বিতর্ক আছে এমন, তা শুধু জায়েযই নয়, উত্তমও বটে। এ ধরনের আলোচনা-পর্যালোচনায় লিপ্ত হওয়া প্রকৃত তালিবে ইলম (দ্বীনের শিক্ষার্থী) অথবা ভালো মানুষের পরিচয়।

মোটকথা, গীবত পরিহার করার জন্যে কথা কম বলা উচিত, অনর্থক তর্ক-বিতর্কে জড়ানো উচিত নয়।

❑ **লোভ ও হিংসা পরিত্যাগ:** লোভ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষ কিভাবে লিপ্ত হয়। ইসলামের বিধিনিষেধগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি গ্রহণ করে আপনি কখনোই পরিপূর্ণ হতে পারবেন না। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন প্রতি পদে পদে আমাদের গীবত-পরচর্চা পরিহার করতে বলেছেন, তেমনই তিনি লোভ, হিংসা পরিত্যাগেরও আদেশ করছেন। এখন আপনি যদি গীবত পরিহার করে, মনের মধ্যে লোভ, হিংসা, অযাচিত ভাবনাগুলো জমিয়ে রাখেন, তা হলে কখনোই আপনি গীবত পরিহার করতে পারবেন না। আবার যদি লোভ, হিংসা মনের মধ্যে না রেখে গীবত-চর্চা কমাতে যান, তা হলেও লোভ, হিংসা কখনো পরিত্যাগ করতে পারবেন না। ইসলামের বিধিনিষেধ পারস্পরিক এমনই- একে অন্যের পরিপূরক।

★ একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- কেউ লোভাতুর অন্তরে কিছু গ্রহণ করলে, তার জন্যে তাতে কোনো বরকত দেওয়া হয় না; সে ব্যক্তি ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে আহার করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারে না। (*সুনান আন-নাসায়ী হাদিস নং ২৫৩১*)

★ অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা নিজেদের হিংসার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো; কারণ হিংসা সৎকর্মকে সেভাবেই খেয়ে ফেলে (নষ্ট করে) যেভাবে আগুন কাঠ-খড় পুড়িয়ে ধ্বংস করে। (*বুলুগুল মারাম ১৪৭৯*)

❑ **অহংকার হতে সাবধান:** অহংকার যা মানুষের মনকে কলুষিত করে। মানুষ মনে মনে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবে। তা যে কোন দিক দিয়ে হতে পারে যেমন: শিক্ষা দীক্ষা, আমল ইবাদত, বংশের গৌরব, সৌন্দর্যের গৌরব, টাকা পয়সার গৌরব এভাবে যে কোন বিষয়।

অহংকার এমন এক কবীরা গুনাহ, যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয় এবং একজন মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত নষ্ট করে দেয়। এ-কারণেই মারাত্মক এ ব্যাধি থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো-

(এক) অন্তর থেকে অহংকারের মূলোৎপাটন করতে হবে। তারপর যখন আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করা হবে, তখনই তার মাঝে বিনয় ও নম্রতা প্রবেশ করবে।

(দুই) অহংকারের বস্তু নিয়ে চিন্তা করা; এগুলো আদৌ কি আমার নিজের যোগ্যতা বলে অর্জিত?

(তিন) দুয়া করা এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা। এটি অহংকার থেকে বাঁচার সবচেয়ে কার্যকর ওষুধ।

(চার) বিনয় অবলম্বন করা।

★ ছারিস বিন ওয়াহাব খুযাঈ রদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদের জান্নাতী লোকদের পরিচয় সম্পর্কে বলব না? তারা দুর্বল এবং অসহায়: কিন্তু তাঁরা যদি কোনো ব্যাপারে আল্লাহর নামে কসম করে বসে, তা হলে তা পূরণ করে। আমি কি তোমাদের জাহান্নামী লোকদের পরিচয় সম্পর্কে বলব না? তারা রূঢ়-স্বভাব, অধিক মোটা এবং অহংকারী। (*সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪৯১৮*)

গুনাহের মৌলিক উপাদান তিনটি:
(এক) অহংকার
(দুই) লোভ
(তিন) হিংসা- বিদ্বেষ।

যে ব্যক্তি এই তিন অপরাধ থেকে মুক্ত থাকবে, সে যাবতীয় অন্যায়- অপরাধ থেকে বেঁচে থাকবে। কুফরীর উৎপত্তি অহংকার থেকে, আর গুনাহের উৎপত্তি লোভ থেকে এবং অন্যায়- অনাচার ও জুলুমের উৎপত্তি হিংসা-বিদ্বেষ থেকে।

❑ **প্রতিহিংসা থেকে সাবধান:** প্রতিহিংসার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- তোমরা প্রতিহিংসা কোরো না, পরস্পর বিদ্বেষ কোরো না এবং একে অপরের পশ্চাতে শত্রুতা কোরো না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই-ভাই হয়ে যাও; আর কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্যে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সময় কথা-বার্তা পরিত্যাগ বৈধ নয়। (*সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৬৪২০*)

প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষ যখন গীবত বা পরচর্চায় লিপ্ত হয়, তখন ব্যাক্তিগত ক্ষতির পাশাপাশি সামাজিক অবস্থানও নষ্ট হয়ে যায়; কেননা, গীবত শুধু নিজের উপরেই প্রভাব ফেলে না, এর প্রভাব সামাজিক মহামারী হয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। একজন থেকে একজন-এভাবে ছড়িয়ে যায় গোটা সমাজে। তাই গীবত পরিহারে করণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে প্রতিহিংসা পরিত্যাগ অন্যতম একটি বিষয়।

কখনো মনের মধ্যে কারোর সুউচ্চ অবস্থান দেখে প্রতিহিংসার জন্ম নিলে, নিজেকে এই বলে প্রতিহত করা উচিত যে, সে ব্যক্তি আমার ভাই; আমি তার ভাই হয়ে কীভাবে তার কুৎসা রটনা করতে পারি? এভাবে নিজেকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। দেখা যাবে, তখন প্রতিহিংসা নয়, বরং তার জন্যে নিজেকে অনেক গর্বিত অনুভূত হচ্ছে। তার জন্যে মনের মাঝে ভালোবাসার জন্ম নিচ্ছে, অন্য সবার মতো তারও সম্মান প্রদর্শন করতে মন চাইবে।

❑ **বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন:** বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষ তার বন্ধুর রীতি-নীতির অনুসারী হয়।

মানুষ যার সাথে উঠা-বসা করবে, সে অবশ্যই তার দ্বারা কিছু না কিছু প্রভাবান্বিত হবে। আর সে জন্যই কারো কাছে বসার আগে জেনে নেওয়া উচিত, সে ভালো লোক কি না?

★ আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে। (*আবূ দাঊদ ৪৮৩৩*)

★ আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন-

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

সুসঙ্গী ও কুসঙ্গীর উপমা তো আতর-বিক্রেতা ও কামারের মত। আতর-বিক্রেতা (এর পাশে বসলে) হয় সে তোমার দেহে (বিনামূল্যে) আতর লাগিয়ে দেবে, না হয় তুমি তার নিকট থেকে তা ক্রয় করবে। তা না হলেও (অন্ততপক্ষে) তার নিকট থেকে এমনিই সুবাস পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে কামার (এর পাশে বসলে) হয় সে (তার আগুনের ফিনকি দ্বারা) তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলবে, না হয় তার নিকট থেকে বিকট দুর্গন্ধ পাবে। (*বুখারী তাওহীদ পাবঃ হা/ ২১০১, মুসলিম আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা হা/২৬২৮*)

উল্লেখ্য যে, ভালো লোকের সাথে উঠা-বসা করুন, ভালো হবেন, ভালো পাবেন। আর খারাপ লোককে প্রভাবান্বিত না করতে পারলে বর্জন করুন। নচেৎ খারাপ হয়ে যাবেন, খারাপ পাবেন। বিদআতীর মজলিসে বসবেন না। কারণ আপনার মর্মমূলেও বিদআত অনুপ্রবেশ করে যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন -

يٰوَيْلَتٰي لَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا

হায় আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'। (*সূরা আল-ফুরকান ২৫:২৮*)

এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, যারা আল্লাহর অবাধ্য তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব রাখা ঠিক নয়। কারণ, মানুষ সৎ সঙ্গে ভালো ও অসৎ সঙ্গে খারাপ হয়ে যায়। বেশির ভাগ লোকদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ অসৎ বন্ধু ও খারাপ সঙ্গীদের সাথে উঠা বসা। সেই জন্য হাদীসে সৎ সঙ্গী গ্রহণ এবং অসৎ সঙ্গী বর্জন করার ব্যাপারকে (আতর-ওয়ালা ও কামারের সাথে) উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে।

★ হাম্বল বিন ইসহাক বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, 'কারো জন্য বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করা, মিশা এবং সৌহার্দ্য রাখা উচিত নয়।' (*আল-ইবানাহ ২/৪৭৫, ৪৯৫*)

★ বার্বাহারী বলেন, 'কোন ব্যক্তির কাছে কোন প্রকার বিদআত প্রকাশ পেলে তুমি তার থেকে সাবধান থেকো। কেননা, সে যা প্রকাশ করে তা অপেক্ষা যা গোপন করে তা অনেক বেশী। (*শারহুস্ সুন্নাহ, ইবনে মুফলেহ ১২৩পৃঃ, ১৪৮*)

★ তিনি আরো বলেন, 'বিদআতীরা হল বিছার মত। বিছা নিজের মাথা ও সারা দেহকে মাটিতে লুকিয়ে রাখে এবং কেবল হুলটিকে বের করে রাখে। অতঃপর যখনই সুযোগ পায়, তখনই হুল মারে। তদনুরূপ বিদআতী লোকেদের মাঝে গুপ্ত থাকে। কিন্তু যখন সুযোগ পায়, তখন নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করে ফেলে। (*ত্বাবাক্বাতুল হানাবেলাহ ২/৪৪)*

পক্ষান্তরে কোন ফাসেকের কাছেও বসবেন না। কারণ তার নিকট থেকে বাজে কথা, লোকের গীবত, অশ্লীল বাক্য ছাড়া আর কি শোনার আশা করেন? তার নিকট নোংরা কিছু দেখা ছাড়া আর কি দেখার আশা করেন? তার সাথে উঠা-বসা করে আপনি জামাআতে নামায পড়তে পারবেন না। ধীরে ধীরে রঙ-তামাশায় মত্ত হয়ে পরিশেষে আপনিও হয়তো ফিরে যাবেন।

★ ইবনে মাসঊদ (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'লোক সকলকে তাদের সঙ্গী-সাথী দেখে (ভালো-মন্দ) গণ্য কর। কেননা, যে মুসলিম, সে মুসলিমের অনুসরণ করে এবং যে

ফাসেক, সে ফাসেকের অনুসরণ করে। (*আল-ইবানাহ ২/৪৭৭, ৫০২, এই উক্তির প্রথমাংশ বাগবী শারহুস সুন্নাহ ১৩/৭০ তে উল্লেখ করেছেন*)

❑ **গীবত শোনা থেকে বিরত থাকা:** গীবত করা যেরকম গুনাহ, তা শ্রবণ করাও তেমন গুনাহ। অথচ এই গুনাহের কাজটি চায়ের আসর থেকে শুরু করে স্বাভাবিক আলাপচারিতায় যেন স্বভাবসুলভ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলা যায়, এখন তো কোনো বৈঠক গীবত ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অনেকেই তো পরনিন্দাকে গুনাহ বা নিষিদ্ধ কোনো কিছু বলে মনেই করে না। অথচ গীবত একটি জঘন্যতম গুনাহ।

মদ্যপান, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ইত্যাদি থেকেও মারাত্মক ও নিকৃষ্ট কাজ গীবত। কেননা, এসব গুনাহ তওবার দ্বারা ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত; কিন্তু গীবতের গুনাহ শুধুই তওবা করলে মাফ হবে না, বরং যার বিরুদ্ধে গীবত করা হয়েছে, সে যদি মাফ করে; তবেই আল্লাহর কাছে মাফ পাওয়া যাবে।

গীবত পরিহারে গীবত শ্রবণ না করাটাও বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকেই ভাবতে পারেন, আমি তো গীবত করি না। অন্যে বলে আমি শুধু শুনি। না, তাদেরও রক্ষা নেই। কারণ তারা গীবতকারীকে সাহায্য করছে এ পাপ কাজ করতে। গীবতকারী গীবত করার জন্যে যদি কাউকে না পায়, তখন সে একান্তই বাধ্য হয়ে আর গীবত করতে পারবে না। আর তাই গীবত শ্রবণকারীদের জন্যেও রয়েছে আল্লাহর হুকুম। ইসলামের দৃষ্টিতে গীবত করা যেমন নিষেধ, তেমনই গীবত শোনাও নিষেধ। যে গীবত শোনে সেও গীবতের গুনাহের অংশীদার হয়ে যায়।

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন কেউ আপনার সঙ্গে বসে অন্যের গীবত করে, তখন তাকে থামতে বলুন। আল্লাহর হুকুমের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করুন। আর তাতেও যদি কাজ না হয়, তবে সেখান থেকে সরে আসুন। কোনোভাবেই গীবত শোনা যাবে না।

একদিকে গীবত পরিহারের উদ্দেশ্যে গীবত না শোনা যেমন-অন্যকে গীবত করার সুযোগ নষ্ট করে দেয়, অন্যদিকে নিজেকেও গীবত শ্রবণের গুনাহ থেকে মুক্ত রাখে। এক ঢিলে দু-পাখি শিকার করার কথা তো সেই শৈশব থেকেই শুনে আসছেন; কখনো ভালো কাজে তা ব্যবহার করেছেন কি? তবে গীবত শ্রবণ ত্যাগ করে, আজ থেকেই শুরু হোক এক ঢিলে দু-পাখি শিকার করার সঠিক ব্যবহার ইন শা আল্লাহ্।

গীবত পরিহার ইবাদতের থেকেও উত্তম

কোনো কোনো তাবেঈ বলেছেন- আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের দেখেছি, তাঁরা গীবত পরিহারকে নামায-রোযার চেয়েও উত্তম মনে করছেন (*ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন*), যদিও নামায এবং রোযা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত।

কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিআল্লাহু আনহুম কয়েকটি কারণে গীবত পরিহারকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন।

(**প্রথমত**) কোনো গুনাহ পরিহার এক ধরনের ইবাদত। কিন্তু গীবত এমন এক গুনাহ; যার দ্বারা শুধু আল্লাহর অবাধ্যতাই নয়, পাশাপাশি বান্দার হক্কও নষ্ট হয়।

নামায-রোযা আল্লাহর হক্ক; কোনো কারণে এই হক্ক নষ্ট হলে, পরবর্তীতে আল্লাহর নিকট তওবা করে ক্ষমা চাইলে তিমি ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক্ক; যতক্ষণ না বান্দা নিজে ক্ষমা করে দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাও এর ক্ষমা করবেন না। আর গীবত করা মানে, যার গীবত করা হয় তার হক্ক নষ্ট করা। কারো গীবত করা হলে তা সরাসরি তার মান-সম্মানে আঘাত হানে। একজন মানুষের জন্যে, তার মান-সম্মানের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হক্ক আর কিছুই হতে পারে না।

★ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبوا الاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍ

অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সূদের গুনাহের চেয়েও মারাত্মক। (*বায়হাকী*)

(**দ্বিতীয়ত**) পাপাচার ত্যাগ করা ইবাদত করার চাইতে অধিক ফযীলাতপূর্ণ। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ইবাদত করে না কিন্তু শরীআতে নিষিদ্ধ পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখে, সে এমন ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে ইবাদতও করে এবং সগীরা-কবীরা সব গুনাহেও লিপ্ত থাকে, বিশেষত সেই সব গুনাহে যা গীবতের মত নিকৃষ্ট।

★ এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলো, এক ব্যক্তি প্রচুর ইবাদতও করে আবার প্রচুর পাপাচারেও লিপ্ত থাকে এবং অপর ব্যক্তি কম

ইবাদত করে এবং পাপাচারেও কম লিপ্ত হয়, এদের মধ্যে কে উত্তম? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং কম গুনাহ করে। (*তামবীহুল গাফিলীন*)

(**তৃতীয়ত**) প্রতিটি পাপাচারই ব্যাধি। যে ব্যাধির প্রতিষেধক সম্পর্কে লোকেরা অবহিত সেই ব্যাধি কম মারাত্মক। কিন্তু যে ব্যাধির প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি তা অধিক মারাত্মক। তা থেকে নিরাময় লাভ করা দুষ্কর। গীবত এমন একটি রোগ যার প্রতিষেধক মানুষের জানা নাই। কারণ গীবতে যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তা মানুষ অনুমান করতে পারে না।

তাই আমাদের বাকযন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ গীবতের মত ধ্বংসাত্মক গুনাহসহ অধিকাংশ গুনাহ আমাদের মুখের দ্বারা সংঘটিত হয়।

★ মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জিহ্বা স্পর্শ করে বলেন- এটা এমন একটি অঙ্গ যার সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তির খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন। (*ইবনে মাজাহ*)

★ অপর এক হাদীসে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ

"আল্লাহ যাকে দু'টি জিনিস থেকে বাঁচাবেন সে জান্নাতের অধিকারী হবে।"

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! তা কি? তিনি বলেন:

مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْه

"একটি হলো দুই ঠোঁটের মাঝখানের জিনিস (জিহ্বা) এবং অপরটি হলো দুই পায়ের মাঝখানের জিনিস (যৌনাঙ্গ)"। (*মুওয়াত্তা ইমাম মালেক*)

★ লোকেরা মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, কোন জিনিসের কারণে মানুষ দোযখে যায়। তিনি বলেন: দুটি অঙ্গের কারণে- 'মুখ ও যৌনাঙ্গ' (*ইবনে মাজা*)

সারসংক্ষেপ

গীবত আল্লাহ তা'আলার কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। গীবতের গুনাহ সুদ এবং যেনার থেকেও ক্ষতিকর। গীবতের সব থেকে বড় ভয়ানক দিক হচ্ছে গীবতের গুনাহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন না। যার গীবত করা হয়েছে তার থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে।

দুনিয়াতে যদি মাফ না চাওয়া যায় তাহলে **কান্তারা** তে গিয়ে হিসাব দিতে হবে।

★ **কান্তারা' কি**?

□ কান্তারা হল একটি চেকপোস্ট। কোনো মানুষের যখন সারাজীবনের হিসাব নিকাশ নেয়ার পর জান্নাতের ফায়সালা পেয়ে যাবে, এবার সে জান্নাতের দিকে ছুটবে।
যেতে যেতে মাঝখানে একটা চেকপোস্ট পড়বে। সেখানে মানুষের উপর সে যে যুলুম করেছিল!সেটার ফিনিশিং হবে। দুনিয়াতে কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, কারো থেকে টাকা মেরে দিয়েছিল, কাউকে ওজনে কম দিয়েছিল, কাউকে থাপ্পড় মেরেছিল, কাউকে গালি দিয়েছিল, কাউকে এমন কথা বলেছিল যে তার মাথাটা সবার সামনে নিচু হয়ে গিয়েছিল; মোটকথা, অন্যায়ভাবে মানুষকে কষ্ট দিয়েছে।

মানুষ মানুষের উপর যত যুলুম করেছে। যখন কেউ **কান্তারা** নামক জায়গাতে পৌঁছবে, তখন সে দেখবেন-তার সমস্ত পাওনাদারেরা সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে!

এবং তারা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে বিচার দিবে যে- হে আল্লাহ, এই লোকটা আমাকে অন্যায়ভাবে থাপ্পড় মেরেছিল। একজন বলবে যে,আমার টাকা ধার নিয়ে আর দেয়নাই। একজন বলবে, আমার রক্ত বের করে দিয়েছিল। একজন বলবে, আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সমাজে ছোট করে দিয়েছিল, আর একজন বলবে সে আমার **গীবত** করেছিলো, আমি এর বিচার/প্রতিকার পাইনি।

তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এগুলোর সমাধান করবেন এই স্টেশনটাতে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এখন তুমি তোমার আমল দিয়ে-তুমি যে তাহাজ্জুদ পড়েছ, দ্বীন চর্চা করেছ, হজ্জ-ওমরা করেছ, সলাত, সিয়াম গুলো করেছ সেগুলোর সওয়াব গুলো তাদের দিতে থাকো। এভাবে পাওনাদার সবাইকে নিজের আমল দ্বারা পরিশোধ করা হবে। একসময় দেখা যাবে যে তার সব সাওয়াব শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পাওনাদার এখনো রয়ে গেছে।

তখন আল্লাহ তা'আলা বিচার করবেন যে,যেহেতু দেয়ার কিছুই নেই, এবার তুমি তাদের পাপের বোঝাটা মাথায় নাও; তাহলে ওরা হালকা হবে জান্নাতে চলে যাবে।

তখন এই ব্যক্তি কি করবে? আসলে সে কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার সওয়াব পেয়েছিল। কিন্তু মানুষের উপর যেসব অবিচারগুলো করেছিল তার দেনা-পাওনা পরিশোধ করতে করতে তার সমস্ত সওয়াব শেষ হয়ে যাবে এবং অন্যদের গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে নিঃস্ব,অসহায়ের মতো সে জাহান্নামে যাবে!

এ সম্পর্কে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "তোমরা কি জানো যে নিঃস্ব, হতভাগা কে?" তখন সাহাবায়ে কেরাম বলেছিল,আমাদের মধ্যে নিঃস্ব,অসহায় বলতে আমরা বুঝি-যার দিনার, দিরহাম/টাকা-পয়সা নাই। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন- "আমার উম্মাতের মধ্যে নিঃস্ব হল-যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সলাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ-ওমরা সবই করেছিল। অথচ দুনিয়াতে কাউকে থাপ্পড় মেরেছে, কাউকে রক্ত বের করে দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো টাকা মেরে দিয়েছে ইত্যাদি। আল্লাহ যেদিন ফায়সালা করবেন, সেদিন তাদের আমল দিয়ে পরিশোধ করবেন আর যখন আমল শেষ হয়ে যাবে তখন তাদের পাপের বোঝাগুলো এই ব্যক্তির মাথায় দেয়া হবে। এবং অসহায়, নিঃস্ব হয়ে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।"

এই ফায়সালাটা যেই জায়গায় হবে সে জায়গাটার নামই "কান্তারা।"

জেনে না জেনে আমরা যদি কারো গীবত করে ফেলি তাহলে যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে মাফ চেয়ে নিবো ইন শা আল্লাহ্।

পরিশেষে শুধু গীবত ই নয় বরং বান্দার সাথে বান্দার অন্যান্য সকল হক্কের ব্যাপারে আমরা সচেতন থাকবো। যাতে করে কান্তারাতে আমাদের জন্য কেউ দাঁড়িয়ে না থাকে ইন শা আল্লাহ্।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে গীবতের মতো ভয়ানক গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন- আমীন ইয়া রব্বুল 'আলামীন।

সহায়ক গ্রন্থ

❑ আত্মার ব্যাধি গীবত। লেখক: ওবাইদুল ইসলাম সাগর

❑ গীবত। লেখক: ইমাম গাযালী (র), সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র), সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

❑ গীবত বা পরনিন্দা। লেখক: সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখনভী (র)

❑ Al Quran (Tafsir & By Word) https://gtaf.org/apps/quran

❑ আল হাদিস অ্যাপ ।
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihadis.ihadis.

❑ HadithBD । https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8041

❑ এছাড়াও বিবিধ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট থেকে কিছু আর্টিকেল ও কিতাবের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।